প্রদীপ

১ম সংস্করণ—চৈত্র. ১২৯০ সাল

২য় ঐ আশ্বিন, ১৩০০ ,

৩য় ঐ ফাল্গুন, ১৩১৯ ..

শ্রী অক্ষয়কুমার বড়াল

নিউ আর্টিষ্টিক প্রেস, কলিকাতা

প্রদীপ

গীতিকাব্য

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল

প্রণীত

তৃতীয় সংস্করণ

কলিকাতা

২০১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় প্রকাশিত

নিউ আর্টিষ্টিক প্রেস

১২।১, রামকিষণ দাসের লেন, কলিকাতা

শ্রীশরৎশশী রায় দ্বারা মুদ্রিত

সূচী

প্রস্তুতি

স্বনামধন্য বড়াল কবির নূতন করিয়া পরিচয় দিবার, অথবা তাঁহার প্রথম মানস-সৃষ্টি জনপ্রিয় 'প্রদীপে'র ভূমিকা লিখিবার, সমালোচনার শলাকা দিয়া প্রদীপের উজ্জ্বল শিখা উজ্জ্বলতর করিয়া দিবার আদৌ প্রয়োজন নাই; এবং আমার প্রিয় কবির কাব্য-সৌন্দর্য্য ছানিয়া অমৃত উদ্ধার করিবার শক্তিও আমার নাই। আর, যে প্রতিভা মধ্যাহ্ন-গগন-চারী ভাস্বর ভাস্করের ন্যায় মৃণ্ময়ী গৌড়-লক্ষ্মীর পুষ্পখচিত শ্যামল অঞ্চলে ও চিন্ময়ী দেশমাতৃকার মন্দিরচূড়ার হেমকলসে প্রতিফলিত হইয়া সমগ্র বঙ্গভূমি বিভাসিত করিতেছে, ক্ষুদ্র পরিচয়ের [illegible] ধরিয়াও—সে [illegible] ও [illegible]

সন্দেহ নাই। কবির সহিত আমার [illegible] 'র সহিত আমার পরিচয় তাহারও পূর্ব্ববর্ত্তী। নূতন সংস্করণের 'প্রদীপে' সেই সম্বন্ধের—সেই পরিচয়ের একটু চিহ্ন থাকে, উভয় বন্ধুর এই ইচ্ছাটুকু পূর্ণ করিবার জন্য এই ভূমিকার 'পিলসুজে'র উপর বড়ালের প্রদীপটিকে অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত বসাইয়া দিতেছি। ইহাই আমার কৈফিয়ৎ।

যে বয়সে 'প্রাণারাম কিবা নির্ম্মল উজ্জ্বল বিভা' জীবনের চারি দিকে খেলা করিত, সেই বয়সে 'প্রদীপে'র কম্পিত শিখায় নূতন সৌন্দর্য্য দেখিয়া হৃদয় মুগ্ধ হইয়াছিল। তাহার পর অনেক প্রদীপ জ্বলিয়াছে, নিবিয়াছে; কত তখনকার নূতন এখন পুরাতন হইয়া গিয়াছে; কিন্তু বড়ালের 'প্রদীপ' আমার পক্ষে এখনও নূতন আছে।

আমার বিশ্বাস,—এ প্রদীপ ভবিষ্যতেও নূতন থাকিবে। আলাদীনের আশ্চর্য্য প্রদীপের মত বড়ালের 'প্রদীপ'ও—অবশ্য ক্ষুদ্র পরিসরে—সৃষ্টি-কুশলী। জীবনের ও জগতের নানা বৈচিত্র্য 'প্রদীপে'র বিভায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। স্নিগ্ধ, মৃদু, আবেগচঞ্চল দীপশিখার মত এক একটি ক্ষুদ্র কবিতা আলোটুকু ছড়াইয়াই, আপনার বক্তব্যটুকু বলিয়াই নিঃশেষিত—নির্ব্বাপিত হয় না, ভাবুকের মানস-পটে আলোয় ছায়ায় একটু নব ভাবের রেখা আঁকিয়া দিয়া যায়! বড়ালের গীতিকবিতার ঝঙ্কারে অনেক বিস্মৃত ভাব ফুটিয়া উঠে, অনেক নূতন ভাব মূর্ত্তিপরিগ্রহ করে। 'প্রদীপে'র খণ্ড-কবিতায় ভাবকে পূর্ণাবয়বে অভিব্যক্ত করিবার চেষ্টা বা প্রয়াস নাই। তাহা যতটুকু প্রকাশ করে, তাহার অপেক্ষা অনেক অধিক আভাসে ফুটিয়া উঠে। লীলাময়া তটি[illegible] [illegible] [illegible]বাহিনী স্বচ্ছ ভাষায় ভাবের ফুলগুলি ভাসিয়া যায়

দেখি[illegible]

অনুভব করে। ফুলের সৌন্দর্য্য, সৌরভ ও স্ব-রূপের অতিরিক্ত কিছু তাহার মনে ফুটিয়া উঠে। এই শ্রেণীর কবিতায় যে ভাব পাতা-ঢাকা ফুলের মত প্রচ্ছন্ন থাকে, ভাবুকের মনে তাহা রূপে, বর্ণে, গন্ধে সুসম্পূর্ণ হইয়া সার্থকতা লাভ করে। কবিতার যে উপাদানে এই গূঢ় শক্তি প্রচ্ছন্ন থাকে, তাহাই ব্যঞ্জনা। কবিতা সুন্দর, ব্যঞ্জনা সুন্দরতম। 'প্রদীপে'র অধিকাংশ কবিতা এই ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ।

'প্রদীপ' কবির প্রথম রচনা। প্রথম বয়সের চিন্তায় 'আপনা'র প্রাধান্যই অধিক থাকে; 'অহম্'ই তাহাতে অধিকমাত্রায় ফুটিয়া উঠে। নবজাগরূক কবি চিত্তবৃত্তির আকস্মিক উচ্ছ্বাসে আত্মহারা হইয়া আপনার সুখের গান, দুঃখের গান গায়িয়া যান; কিন্তু বিশ্বের সুখ-দুঃখের সহিত যাহার সম্বন্ধ অল্প, তাহা কখনও সার্ব্বভৌমিক—সার্ব্বজনীন

হইতে পারে না। সে সঙ্কীর্ণ সুখ-দুঃখের গান নিতান্তই ব্যক্তিগত হইয়া পড়ে। সে দিন এক জন নিপুণ সমালোচক—স্বয়ং সুকবি—বলিয়াছেন, বড়াল জাত-কবি। সে কথা সত্য। তিনি জাত-কবি, এবং এই কারণেই প্রথম যৌবনেও সেই জাত-কবির স্বধর্ম্ম 'সহজ-বুদ্ধি'টুকুর আলোয় আপনার হৃদয়-বেলাভূমির উপলরাশি হইতে চিন্তা-মণিগুলি বাছিয়া লইয়াছিলেন। এই জন্য তাঁহার প্রথম রচনাবলীতেও 'ন্যাকামী' নাই বলিলেও চলে। কবি উত্তরকালে 'প্রদীপে'র অল্প-বিস্তর সংস্কার করিয়াছেন। তাহাতে 'প্রদীপ' মালিন্যশূন্য—পরিচ্ছন্ন হইয়াছে।

কবি 'কবিতা'য় নিজেই বলিয়াছেন,—তিনি প্রথমে কবিতার 'উজ্জ্বল বিভায় মুগ্ধ হইয়া, দিগ্বিদিক হারাইয়া' 'প্রদীপ' লইয়া সাহিত্যের দরবারে প্রবেশ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর সৌভাগ্যক্রমে তিনি লাল-সার শিখা—আলেয়ার আলোয় মুগ্ধ হন নাই। এই 'প্রদীপ'ই তাহার প্রমাণ। 'প্রদীপে' রক্তমাংসের গন্ধ আদৌ নাই, এমন বলিতে পারি না, কিন্তু তাহা অত্যন্ত অল্প। যাহাও আছে, তাহাও লালসার—কামের ন্যক্কারজনক দুর্গন্ধে বীভৎস হইবার অবকাশ পায় নাই। কাঁচা বয়সের প্রবৃত্তির তাড়নায়, মানব-মনের স্বাভাবিক মোহপ্রবণতার প্রেরণায় বড়াল কবির কিশোরী কল্পনা ক্বচিৎ লালসার রাগে রঞ্জিত হইয়াছে; কিন্তু কবি যেন স্বাভাবিক শক্তিবলে সে মোহ অতিক্রম করিয়াছেন। লালসায় যে কবিতার সূচনা, সৌন্দর্য্যের—বহিঃপ্রকৃতির বা অন্তঃপ্রকৃতির উদ্বোধনে তাহার উপসংহার হইয়াছে। মনে হয়, যেন আসারবঞ্চিত শুষ্কপ্রায় জলাশয়ের দুর্গন্ধ পঙ্কবিস্তারে প্রফুল্ল শতদল ঢল-ঢল করিতেছে। এই শুচিতাই 'প্রদীপে'র আদিরসাত্মক কবিতা-গুলির বিশেষত্ব। 'ভবনেত্র-জন্মা বহ্নি' মদনকে 'ভস্মাবশেষ' করিয়া-ছিল। বড়ালের কিশোরী প্রতিভার শুচি-স্মিত-জ্যোৎস্নায় লালসার

মোহিনী মায়া দগ্ধ হইয়াছে। প্রথম বয়সের কবিতায় এমন সংযম প্রায় দেখা যায় না। উত্তরকালে কবি স্বীয় রচনায় যে সুরুচি ও সুনীতির পরিচয় দিয়াছেন, এই 'প্রদীপে'ই তাহার প্রথম সূচনা। বৃক্ষের জীবন ও ধর্ম্ম বীজেই নিহিত থাকে; অল্প পরিসরে তাহার ক্রম-বিকাশ-পদ্ধতির অনুসরণ অসম্ভব।

নব্য-বঙ্গের সাহিত্যে প্রতীচ্য সাহিত্যের প্রভাব সুস্পষ্ট। বাঙ্গালা কাব্যেও বিদেশী ভাবের প্রভাব অল্প নহে। বাঙ্গালীর নূতন গীতি-কবিতাতেও প্রতীচ্য দুঃখবাদের ছায়া পড়িয়াছে। বাঙ্গালার অনেক কবি এই দুঃখবাদের প্রভাবে অভিভূত হইয়াছেন। বড়াল-কবিও সে প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই। তাঁহার কাব্যেও দুঃখবাদ আছে; কিন্তু তাহা গতানুগতিক বা প্রতীচ্য দুঃখবাদের 'হুবহু' প্রতিধ্বনি নহে। তাঁহার কবিতায় 'পেসিমিজম্' আছে বটে, কিন্তু তাহা প্রতীচ্যের 'নিহিলিজম্' নহে।

প্রতীচ্য দুঃখবাদের প্রভাব ভয়ঙ্কর, তাহা মানবকল্যাণের—বিশ্ব-হিতের পরিপন্থী। ভারতের প্রাচীন সাহিত্যে ও দর্শনে দুঃখবাদ নাই, এমন নহে; কিন্তু প্রতীচ্য ও প্রাচ্য দুঃখবাদে প্রভেদ আছে। প্রতীচ্যের দুঃখবাদ অনেক ক্ষেত্রে 'নিহিলিজমে'র—নাশের প্রবর্ত্তক। দুঃখে তাহার উৎপত্তি, কিন্তু দুঃখেই তাহার নিবৃত্তি নহে। সে দুঃখবাদের প্রভাবে মানব অন্ধ হয়; নিরাশায় বেদনায় মানবের মন মথিত হয়; উদ্‌ভ্রান্তের উন্মত্ত তাণ্ডবে মানব-সমাজ বিপর্য্যস্ত হয়; নিরাশ, নিরুপায়, দুঃখপিষ্ট মানব অতীতের স্মৃতি মুছিয়া ফেলিয়া বর্ত্তমানকেই সকল দুঃখের হেতু কল্পনা করিয়া, তাহার সর্ব্বস্ব চূর্ণ বিচূর্ণ করিবার জন্য দানব-শক্তির আবাহন করে; দুঃখবাদের জ্বালামুখী অগ্নিধারার উদ্গার করে: সমাজের ভিত্তি পর্য্যন্ত সে বিপ্লবে বিধ্বস্ত হইবার সম্ভাবনা ঘটে। ইহার ফল নাস্তিকতা, ইহার ফল নাশ, মৃত্যু।

প্রাচ্য দুঃখবাদ এত উগ্র, এত ক্ষিপ্ত, এত প্রচণ্ড নহে। আমাদের দুঃখবাদ সাত-সমুদ্র-তেরো-নদীরপারের দুঃখবাদের মত অন্ধও নহে। জগৎ নিরবচ্ছিন্ন সুখের লীলাভূমি নহে। মৃণ্ময়ী আমাদের জন্য দুঃখের পসরাও সাজাইয়া রাখিয়াছেন। সেদিনও বৈষ্ণব কবি গায়িয়াছেন,—'সুখ দুখ দুটি ভাই।' সুখই মানবের কাম্য, দুঃখ নহে। ভারতবাসীও দুঃখে মথিত হইয়াছে, কিন্তু উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া নূতন দুঃখের সৃষ্টি করে নাই। ভারতের দার্শনিক বলেন,—'দুঃখাত্যন্ত-নিবৃত্তিঃ পরম-পুরুষার্থঃ'। তাঁহারা দুঃখের মূল উৎসের সন্ধান করিয়াছেন, এবং মানবকে সেই দুস্তর দুঃখ উত্তীর্ণ হইবার সেতু দেখাইয়া দিয়াছেন। দুঃখের অত্যন্ত-নিবৃত্তিই পরমপুরুষার্থ। তাহাই মানবের কর্ত্তব্য। দুঃখ হইতে দুঃখান্তরের সৃষ্টি ও ধারাবাহিক দুঃখপরম্পরার ভোগ পুরুষার্থ নহে। ভারতের দুঃখবাদে আশা আছে, আশ্বাস আছে, দুঃখনিবৃত্তির উপায় আছে। বেদাদি তাহার পথনির্দ্দেশ করিয়াছেন। হিন্দু দুঃখে অভিভূত হয়, পিষ্ট হয় না; সে দুঃখ অতিক্রম করিবার চেষ্টাই তাহার পরম-পুরুষার্থ। হিন্দুর দুঃখবাদ—আধ্যাত্মিকতার সিংহদ্বার। তাহার পর সুখবাদের নন্দন। তাহার পর আত্মজ্ঞানের তপোবন। এই তপোবনে সিদ্ধিলাভ করিয়া সাধক সুখ-দুঃখের অতীত হন, ভূমানন্দ লাভ করেন। এ দুঃখবাদে অবিশ্বাস নাই, নাস্তিকতা নাই। ইহা আত্ম-নাশের প্রবর্ত্তক নহে। দুঃখের স্বরূপ-নির্ণয় ও তাহার অত্যন্ত-নাশে কল্যাণের প্রতিষ্ঠা,—ইহাই প্রাচ্য দুঃখবাদের প্রতিপাদ্য।

সর্ব্বজয়ী দুঃখ ও তাহার সর্ব্বব্যাপী প্রভাব কবির চিত্তও অধিকার করিবে, ইহা অবশ্য বিচিত্র নহে। প্রাচী ও প্রতীচীর অনেক কবি দুঃখের গান গায়িয়াছেন; কিন্তু উভয় দেশের দুঃখবাদের প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। প্রতীচ্য কবির দুঃখবাদের কবিতায় প্রতীচ্য প্রকৃতির বিকাশ ঘটিয়াছে। প্রাচীন প্রাচ্য কবিদের দুঃখবাদে ভারতীয় ভাবের

অভিব্যক্তি হইয়াছে। ইহাই স্বাভাবিক। কিন্তু নব-ভারতে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। তাহার কারণও অজ্ঞেয় নহে, সুস্পষ্ট। নবভারতের সমুদ্র-বেলায় নানা দেশের ভাব ভাসিয়া আসিতেছে। যে দেশের সহিত নব-ভারতের ঘনিষ্ঠ যোগ ঘটিয়াছে, সে দেশের বহু ভাবে আমরা অভিভূত হইয়াছি। সাহিত্যেও সে প্রভাবের আধিপত্য ঘটিয়াছে। আমাদের সোনার বাঙ্গালায় সেই সম্বন্ধ প্রথম বদ্ধমূল হইয়াছিল। সেই যোগের যুগে বাঙ্গালী প্রতীচ্য ভাবের প্রথম পরিচয় লাভ করে। সে পরিচয় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে পরিণত হইয়াছে। প্রাচীন ভারতের ও প্রাচীন বাঙ্গালার ভাব-সম্পদের উত্তরাধিকারী হইয়াও বাঙ্গালী সাগর-পারের প্রভাবে অভিভূত হইয়াছিল। বাঙ্গালার কোমল মৃত্তিকায় আগন্তুকের পদাঙ্ক বোধ করি সহজেই মুদ্রিত হইয়াছিল। দেশের পুরাতন ভাঙ্গিতে লাগিল; অনেক প্রাচীন ভাব ও আদর্শ কালস্রোতে ভাসিয়া গেল। বাঙ্গালী নবাগত বিজেতার ভাবে মুগ্ধ হইল। শ্বেতদ্বীপের দুঃখবাদের ঝঙ্কারও বাঙ্গালী কবিদের বীণায় ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল। ইহা অনুচিকীর্ষা হইতে পারে; পারি-পার্শ্বিক অবস্থার অবশ্যম্ভাবী, অনতিক্রমণীয় প্রভাবের স্বাভাবিক ফলও হইতে পারে। কারণ যাহাই হউক, বাঙ্গালীর আদর্শগ্রহণপটু স্বচ্ছ মনে এই বিদেশী দুঃখবাদ প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল, এবং এখনও হইতেছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

অক্ষয়কুমারও সাহিত্য-সাধনার প্রথম সোপানে এই ভাবে অভি-ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার কবিতাতেও দুঃখবাদের প্রগাঢ় ছায়া আছে। কবির প্রথম রচনা ‘প্রদীপে’র নীচেও সে অন্ধকার বিদ্যমান; কিন্তু আমার মনে হয়,—বড়ালের দুঃখবাদে একটু বিশেষত্ব আছে। বড়ালের বিষাদ-গাথা—নিরাশার গান হিন্দুর দুঃখবাদ। প্রতীচ্য দুঃখ-বাদের যাহা আদি, মধ্য ও অন্ত, তাহাতেই বড়ালের দুঃখের গানের

আরম্ভ। প্রতীচ্য দুঃখবাদের প্রভাবে তাহার উদ্ভব বটে, কিন্তু হিন্দুর দুঃখবাদে তাহার পুষ্টি ও পরিণতি। দুঃখবাদে তাহাদের সূচনা, সুখবাদে তাহাদের সমাপ্তি। বড়াল কবি দুঃখের গান গাহিয়াছেন,—কিন্তু সেই দুঃখের হলাহলে সুখের সুধা ঢালিয়া দিয়াছেন। তিনি দুঃখে—অমঙ্গলে বিহ্বল ও আত্মবিস্মৃত হন নাই, মঙ্গলের আবাহন করিয়াছেন। বড়ালের কাব্যে দুঃখবাদের বিষও অমৃতে পরিণত হইয়াছে। তিনি দুঃখদাবদগ্ধ হইয়াও আস্তিক, বিশ্বাসী; বিধাতার মঙ্গলবিধানে তাঁহার একান্ত নির্ভর। এই জন্য তাঁহার 'পেসিমিজম'ও অনেকটা স্নিগ্ধ, শান্ত, সংযত। এই জন্যই তাঁহার দুঃখবাদও সুখবাদের পরিপোষক ও আনন্দের নির্ঝরে পরিণত হইয়াছে।

অক্ষয়কুমার সৌন্দর্য্যের উপাসক, ভক্ত, ভাবুক। এই ভাবুকতার ফলে তাঁহার কবিতা ধন্য হইয়াছে। তিনি সৌন্দর্য্যের বিশ্লেষণ করেন নাই। কবি বহিঃ-প্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতির সৌন্দর্য্য অনুভব করিয়াছেন, এবং পাঠককে তাহা অনুভব করিবার, উপভোগ করিবার অবকাশ দিয়াছেন। তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি ও অনুভূতি অসাধারণ। এই আন্তরিকতাই সাহিত্যের প্রাণ। অক্ষয়কুমারের কবিতায় যে প্রাণের স্পন্দন অনুভব করি, এই আন্তরিকতাই সেই প্রাণ-বলের অমৃত-উৎস।

অক্ষয়কুমারের কবিতায় নারী ভোগের উপাদান নহে। কবি নারীকে দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া মানস-পুষ্পে অর্ঘ্য দিয়াছেন। এই উচ্চ আদর্শের অনুসরণ করিয়া কবি ভাবের উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছেন; তাঁহার কবিতাও পবিত্র হইয়াছে। লালসার অঙ্কুর উদ্গত হইবামাত্র কবি স্বয়ং তাহা পদ-দলিত করেন। তিনি লালসার—বিলাসের ক্রীতদাস নহেন। তিনি রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হন, কিন্তু বিহ্বল হইয়া পিশিতপিণ্ডের পূজা করেন না। রূপ অ-রূপের সৌন্দর্য্যে

মগ্ন হইয়া যায়। বাসনার তরঙ্গ পূর্ণ প্রেমের বিক্ষোভ-বিহীন পারাবারে মিশিয়া লুপ্ত হইয়া যায়।

এই জন্য তাঁহার প্রেমের কবিতায় লালসার রক্তরাগ নাই। সে প্রেম সর্ব্বত্র অগ্নিপূত শুদ্ধ হেম। তাহা ভোগতৃষ্ণার হাহাকার নহে—আত্মবিস্মৃত ভক্তের আত্মবিসর্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা। কবি এই উচ্চ আদর্শের অনুবর্ত্তী হইবার ও সন্নিহিত থাকিবার যে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা সার্থক হইয়াছে।

অক্ষয়কুমারের কবিতায় Human interest—'মানবিকতা' আছে। আধুনিক বাঙ্গালা কবিতায় ইহা অত্যন্ত দুর্লভ, তাহা অসঙ্কোচে বলা যায়। অক্ষয়কুমার মানুষকে ভালবাসেন, মানবের সুখে দুঃখে তাঁহার প্রাণ হাসে, কাঁদে,—তাঁহার কবিতা পড়িয়াই আমরা তাহা বুঝিতে পারি। এই জন্যই তাঁহার কবিতার ঝঙ্কারে আমাদের প্রাণের তন্ত্রী ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে। তাঁহাকে এই বিপুল মানব-পরিবারের এক জন,—নিতান্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বলিয়াই মনে হয়;—চন্দ্রলোক-চারী, কমলবিলাসী কবি বলিয়া কল্পনা না করিয়াও, তাঁহার কবিতা আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে উপভোগ করিতে পারি। এইরূপ সমবেদনায় সমৃদ্ধ বলিয়াই তিনি বর্ত্তমান কালের বহু হীনতা ও দীনতা অতিক্রম করিয়া, অণু হইতে বিরাট পর্য্যন্ত—আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র বাঞ্ছিতকে অনুভব করিয়াছেন। আর সেই অনুভূতির প্রসাদে তিনি 'প্রদীপে'র স্নিগ্ধ আলোয় দেখাইয়াছেন,—মানবের অপূর্ণতা প্রেমে পূর্ণ হয়, এবং সৃষ্টির রহস্য দ্বৈতেই চরিতার্থ হইয়া থাকে।

'প্রদীপে'র পাঠক এই সামান্য ইঙ্গিতে 'প্রদীপে'র কবিতাগুলির অনুশীলন করিলে, এই ক্ষুদ্র 'প্রস্তুতি' সার্থক হইতে পারে।

১৬ই চৈত্র,
১৩১৯ সাল

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি

প্রদীপ

ART IS LONG, BUT LIFE IS SHORT.

উপহার

গীত-অবশেষে নিঃশ্বসিল কবি,
বল কি গায়িব আর—
মরমের গান ফুটিল না ভাষে,
বাজিল না হৃদি-তার !

চিত্র-অবশেষে সজল-নয়নে
চিত্রকর শূন্যে চায়—
হৃদয়ের ছবি উঠিল না পটে,
জীবন বৃথায় যায় !

প্রিয়ার সম্ভাষে বিহ্বল প্রেমিক,
এ কি অদৃষ্টের ছলা—
কত ভেবেছিল, কত বুঝেছিল,
কিছুই হ'ল না বলা !

কবিতা
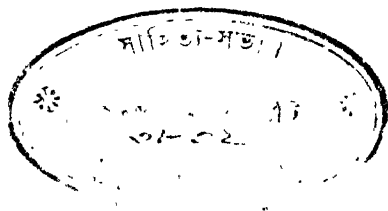
আহা, প্রাণারাম কিবা নির্ম্মল উজ্জ্বল বিভা
চারি দিকে খেলিছে তোমার,
ছড়াইছে সৌন্দর্য্য অপার !
ও আলোকে মুগ্ধ হিয়া, দিগ্বিদিক্ হারাইয়া,
বিহ্বল—পাগল কোথাকার—
দেখ, দেখ, কি আনন্দ তার !
একটা প্রদীপ ল'য়ে ছুটে' আসে ব্যস্ত হ'য়ে,
গরবে বলিয়া বার বার,—
'এই লও, ধর উপহার !'

ভাবুকতা

ওই দূরে—গিরি-নির্ঝরিণী
লইয়া কোমল দেহখানি,
অতৃপ্ত, চঞ্চল, অভিমানী,
যায় ত্যজি' গিরির হৃদয়,
সুখ-স্বপ্ন-কল্পনা-আলয় ;
না ভাবিয়া ক্ষণ-তরে ধরায় আছাড়ি' পড়ে-
কাঁদিয়া বেড়াতে ধরাময় !
একদিন—দ্বিপ্রহরে জগতের মরু 'পরে
শুষ্ককণ্ঠে করিতে চীৎকার,—
'সে পাষাণ কোথায় আমার !'

কবিত্ব

একবার, নারী, তব প্রেম-মুখ হেরি',
আর বার প্রকৃতির শ্যাম বুক হেরি',
মনে হয়,—দুই জনে   দু'খানি মেঘের মত
রহিয়াছ জগতেরে ঘেরি'।
আমি—তোমাদের মাঝে   একটি বিদ্যুৎ সম
চকিতে জ্বলিয়া,
মিশায়ে—মিলায়ে, যাই মিশিয়া—মিলিয়া!

তর্কে

অবস্থার শিখরে উঠিয়া,
অবস্থার গহ্বরে লুটিয়া,
বুঝিয়াছি আমি যাহা, তর্কে কি বুঝাব তাহা ?
প্রকৃতির জড়পিণ্ড তুমি—
বুঝাইব কেমনে তোমারে ?
জীবন নহে ত সমভূমি—
দেখিয়া লইবে একেবারে ।

গীতি-কবিতা

ক্ষুদ্র-বনফুল-বাসে
সারাটা বসন্ত ভাসে ;
ক্ষুদ্র-ঊর্ম্মি-মূলে বুলে প্রলয়-প্লাবন ;
ক্ষুদ্র শুকতারা কাছে
চির-ঊষা জেগে আছে ;
ক্ষুদ্র স্বপনের পাছে অনন্ত ভুবন ।

ক্ষুদ্র-বৃষ্টিকণা-বলে
সপ্ত পারাবার চলে ;
ক্ষুদ্র বালুকায় গড়ে নিত্য মহাদেশ ;
ক্ষুদ্র বিহগের সুরে
ষড়-ঋতু-চক্র ঘুরে ;
ক্ষুদ্র বালিকার চুম্বে স্বরগ-আবেশ ।

ক্ষুদ্র মণি-কণিকায়
খনির মহিমা ভায় ;
ক্ষুদ্র মুকুতার গায় সাগর-মাধুরী ;
পল-অনুপল 'পরে
মহাকাল ক্রীড়া করে ;
অণু-পরমাণু-স্তরে ব্রহ্মার চাতুরী ।

হৃদয়টা ভেঙ্গে
এক বিন্দু অশ্রু ফুটে ;
ক্ষুদ্র এক নাভি-শ্বাসে সারা প্রাণ ভরা ;
ক্ষুদ্র-কুশ-কাশ-মূলে
অতল-অনল জ্বলে ;
ক্ষুদ্র নীহারিকা-কোলে শত শত ধরা ।

তপন—বিশ্বের রাগ,
বুকে কলঙ্কের দাগ ;
সদা নিষ্কলঙ্ক-রূপা চকিতা হ্লাদিনী ।
নর-কণ্ঠে বিষ ঝরে,
অমৃত শিশুর স্বরে ;
নিটোল শিশির-কণা, বন্ধুরা মেদিনী

কবি ও নায়িকা

তুমি আমি কত ভিন্ন, কতই অন্তরে !
তুমি—সৌন্দর্য্যের স্ফূর্ত্তি, কল্পনা-বাহিনী,
ছায়াময়ী, মায়াময়ী, স্বপন-মোহিনী,
স্বরগের প্রতিরূপা কবিতা-অক্ষরে।
আমি—নিরাশার মূর্ত্তি, মরণ-দোসর,
দুরদৃষ্ট সনে বাঁধা সহস্র বন্ধনে ;
অনুদিন—অনুক্ষণ আপন ক্রন্দনে
হেরি' আপনার সত্তা, সন্তপ্ত কাতর।

এত ভিন্ন, এত দূরে,—তবু দু' জনায়
জীবনে মরণে বাঁধা—কি রহস্য মরি !
লুটিছে বরষা-লীলা ক্ষুদ্র ঊর্ম্মি ধরি',
ফুটিছে বসন্ত-রুচি শীত-কুয়াসায় !
অঙ্গারের সৃষ্ট মণি, মরের অমরী—
এ কি শুভ স্বস্তিবাণী রূঢ় অভিশাপে !
নরকে জন্মিল স্বর্গ, পুণ্য—পাপে তাপে,
মানবে ফলা'ল রঙ্ বিধি-চিত্রোপরি !

নারী-বন্দনা

রমণী রে, সৌন্দর্য্যে তোমার
সকল সৌন্দর্য্য আছে বাঁধা।
বিধাতার দৃষ্টি যথা জড়িত প্রকৃতি সনে,
দেব-প্রাণ বেদ-গানে সাধা!

সৌন্দর্য্যের মেরুদণ্ড তুমি,
বিশ্বের শৃঙ্খলা তোমা 'পরে।
তপনের আকর্ষণে ঘুরে যথা গ্রহগণ,
তালে তালে, গেয়ে সমস্বরে।

তোমারি ও লাবণ্য-ধারায়
কালের মঙ্গল-পরকাশ।
অসম্পূর্ণ এ সংসারে তুমি পূর্ণতার দীপ্তি,
সান্ধ্য-মেঘে স্বর্গের আভাস !

এ নির্ম্মম জীবন-সংগ্রামে
তুমি বিধাতার আশীর্ব্বাদ।
নিত্য জয়-পরাজয়ে পাছে পাছে ফিরিতেছ
অঞ্চলে লইয়া সুখ-সাধ !

বিধাতার মহাকাব্য তুমি,
সসীমে অসীমে সম্মিলনী।
ঘরে ঘরে কোটী যোগী, কোটী কবি সিদ্ধকাম—
তোমা-মাঝে পেয়ে প্রতিধ্বনি !

স্বর্গ-ভ্রষ্ট, নরক-উত্থিত,
নিয়তি-তাড়িত নর-মতি
ভুলে' গেছে জন্ম-গত সে অতৃপ্তি, উদ্দামতা—
পেয়ে তব প্রেমের আরতি !

দেবতারা স্বর্গ হ'তে নামে
লভিতে তোমার ভালবাসা !
হেন ত্রিভুবন-ঘেরা স্বধা-সিন্ধু নাই বুঝি
ব্রহ্মাণ্ডের জুড়াতে পিপাসা !

নিজ-করে গড়ি' ও প্রতিমা,
নিজে বিধি বিমুগ্ধ-নয়ন !
প্রেমে পুণ্যে পূত ধরা আবার উঠিছে স্বর্গে
করি' বক্ষে তোমারে ধারণ !

অভেদে প্রভেদ

১

নারী,

যুগ-যুগান্তর ধরি'   একত্র সংসার করি,
এক লক্ষ্য অনুসরি আমরা দু' জনে ;
তবু কি বিভিন্ন মোরা—অভিন্ন মিলনে !

এ জগতে সুখে দুখে,   ফুল্ল বা বিষণ্ণ মুখে,
পাশাপাশি আছি দোঁহে দাঁড়ায়ে সংসারে ;
দারিদ্র্যে বা অভিমানে   দু' জনায় জ্বলি প্রাণে ;
এক শোকে তাপে দোঁহে কাঁদি হাহাকারে।

এক চিন্তা, এক ডর,   এক শত্রু মিত্র পর,
দু' জনে বেঁধেছি ঘর পরস্পরে ধরি';
এক আশা, এক কর্ম্ম,   এক পাপ, এক ধর্ম্ম—
এক স্রোতে ভাসি দোঁহে জড়াজড়ি করি'।
তবু—তবু কি প্রভেদ এ অভেদে পড়ি' !

২

প্রত্যক্ষ-আপনা ল'য়ে আছ তুমি মুগ্ধ হ'য়ে—
ক্ষুদ্র আশা-পরিসরে পঙ্কিল মলিন ;
গর্ব্ব লজ্জা অভিমান— সদা স্বার্থ-অনুষ্ঠান ;
প্রতিবন্ধে ঊর্দ্ধ-ফণা— নির্ম্মম কঠিন।

সুখ দুখ বাসনায় কেন্দ্র করি' আপনায়—
হেরিতেছ আত্মপর মুষ্টির ভিতরে ;
ধর্ম্ম, কর্ম্ম, শুভ, শান্তি, চিন্তা, ডর, ভুল, ভ্রান্তি—
লূতা সম আপনার তন্তুতে বিহরে।

এই আশা তৃষা মোর অপ্রত্যক্ষে সদা ভোর,
হৃদয় ভেদিয়া ধায় মিশিতে আত্মায় ;
দারিদ্র্য বা অভিমান, চিন্তা, ডর, বাহ্যজ্ঞান
পলকে—পলকে ফেলি হারায়ে কোথায় !

দূরে—দূরে—কত দূরে এ কল্পনা সদা ঘুরে,
চাহিলে ধরার পানে পড়ে দীর্ঘশ্বাস !
সুখ দুখ আত্মপর, সীমা-রেখা ক্ষীণতর—
কোথা সত্য—কোথা মিথ্যা—সন্দেহ—বিশ্বাস !

৩

অভেদে প্রভেদ এই কিবা সুমঙ্গল !
এ সংসার-রণাঙ্গনে হেন দৃঢ়-আলিঙ্গনে
না মিলিলে ভিন্ন-গতি দুটী মহাবল,—
গ্রহ উপগ্রহ ল'য়ে বিশ্ব যেত চূর্ণ হ'য়ে,
বিধির সৃজন-কল্প হইত বিফল !

অভেদে এ ভেদ সম—রহিত কি নিরুপম
শরতে বর্ষার ছায়া, রৌদ্রে মেঘ-ধ্বনি !
শীতের সায়াহ্ন-বেলা সহসা মলয়-খেলা,
সাগরে অনল-লীলা, তড়িতে অশনি।

নারী,
তুমি বিধাতার স্ফূর্ত্তি, কঠোরে কোমল মূর্ত্তি,
শুষ্ক জড় জগতের নিত্য-নব ছলা !
উপচয়ে দশহস্তা, অপচয়ে ছিন্নমস্তা,
মায়াবদ্ধা, মায়াময়ী, সংসার-বিহ্বলা !

তুমি শান্তি-স্বস্তি-দাত্রী, অন্নপূর্ণা, জগদ্ধাত্রী,
স্থষ্টিকর্ত্রী, পালয়িত্রী, ভব-দুঃখ-হরা !
আত্মমধ্যা, স্বয়ংস্থিতা, সৌন্দর্য্যে অপরাজিতা,
মুগ্ধা, আশ্লেষ-রূপা, বিশ্লেষ-কাতরা !

আমি জগতের ত্রাস, বিশ্বগ্রাসী মহোচ্ছ্বাস,
মাথায় মত্ততা-স্রোত, নেত্রে কালানল ;
শ্মশানে মশানে টান, গরলে অমৃত-জ্ঞান,
বিষকণ্ঠ, শূলপাণি, প্রলয়-পাগল।

তুমি হেসে বসে' বামে, সাজায়ে কুসুম-দামে,
কুৎসিতে শিখালে, শিবে, হইতে সুন্দর !
তোমারি প্রণয়-স্নেহ বাঁধিল কৈলাস-গেহ,
পাগলে করিল গৃহী, ভূতে মহেশ্বর !

যে দিকে ফিরিয়া, প্রিয়া, দেখ একবার-
আমাদেরি দুই বলে, এই ভেদাভেদচ্ছলে,
ঘুরিছে ব্রহ্মাণ্ড-চক্র, চলিছে সংসার।

মানব-বন্দনা

সেই আদি-যুগে যবে শিশু অসহায়,
নেত্র মেলি' ভবে,
চাহিয়া আকাশ-পানে—কারে ডেকেছিল,
দেবে, না মানবে ?
কাতর-আহ্বান সেই মেঘে মেঘে উঠি',
লুটি' গ্রহে গ্রহে,
ফিরিয়া কি আসে নাই, না পেয়ে উত্তর,
ধরায় আগ্রহে ?
সেই ক্ষুব্ধ অন্ধকারে, মরুত-গর্জ্জনে,
কার অন্বেষণ ?
সে নহে বন্দনা-গীতি, ভয়ার্ত্ত—ক্ষুধার্ত্ত
খুঁজিছে স্ব-জন !

আরক্ত প্রভাত-সূর্য্য উদিল যখন
ভেদিয়া তিমিরে,
ধরিত্রী অরণ্যে ভরা, কর্দ্দমে পিচ্ছিল—
সলিলে শিশিরে।
শাখায় ঝাপটি' পাখা গরুড় চীৎকারে,
কাণ্ডে সর্পকুল ;
সম্মুখে শ্বাপদ-সঙ্ঘ বদন ব্যাদানি'
আছাড়ে লাঙ্গুল।
দংশিছে দংশক গাত্রে, পদে সরীসৃপ,
শূন্যে শ্যেন উড়ে ;—
কে তাহারে উদ্ধারিল ? দেব, না মানব-
প্রস্তরে লগুড়ে ?

শীর্ণ অবসন্ন দেহ, গতিশক্তি-হীন,
ক্ষুধায় অস্থির ;
কে দিল তুলিয়া মুখে স্বাদু পক্ব ফল,
পত্রপুটে নীর ?

কে দিল মুছায়ে অশ্রু ? কে বুলা'ল কর
সর্ব্বাঙ্গে আদরে ?
কে নব-পল্লবে দিল রচিয়া শয়ন
আপন গহ্বরে ?
দিল করে পুষ্পগুচ্ছ, শিরে পুষ্পলতা,
অতিথি-সৎকার ;
নিশীথে—বিচিত্র স্বরে, বিচিত্র ভাষায়
স্বপন-সম্ভার !

শৈশবে কাহার সাথে জলে স্থলে ভ্রমি'
শিকার-সন্ধান ?
কে শিখাল ধনুর্ব্বেদ, বহিত্র-চালনা,
চর্ম্ম-পরিধান ?
অর্দ্ধ-দগ্ধ মৃগমাংস কার সাথে বসি'
করিনু ভক্ষণ ?
কাষ্ঠে কাষ্ঠে অগ্নি জ্বালি' কার হস্ত ধরি'
কুর্দ্দন নর্ত্তন ?

কে শিখাল শিলাস্তূপে, অশ্বত্থের মূলে
করিতে প্রণাম ?
কে শিখাল ঋতুভেদ, চন্দ্র-সূর্য্য-মেঘে,
দেব-দেবী-নাম ?

কৈশোরে কাহার সনে মৃত্তিকা-কর্ষণে
হইনু বাহির ?
মধ্যাহ্নে কে দিল পাত্রে শালি-অন্ন ঢালি'
দধি দুগ্ধ ক্ষীর ?
সায়াহ্নে কুটীরচ্ছায়ে কার কণ্ঠ সাথে
নিবিদ উচ্চারি ?
কার আশীর্ব্বাদ ল'য়ে অগ্নি সাক্ষী করি'
হইনু সংসারী ?
কে দিল ঔষধ রোগে, ক্ষতে প্রলেপন,
স্নেহে অনুরাগে ?
কার ছন্দে—সোম-গন্ধে—ইন্দ্র অগ্নি বায়ু
নিল যজ্ঞ-ভাগে ?

যৌবনে সাহায্যে কার নগর-পত্তন,
প্রাসাদ-নির্ম্মাণ ?
কার ঋক্ সাম যজুঃ, চরক সুশ্রুত,
সংহিতা, পুরাণ ?
কে গঠিল দুর্গ, সেতু, পরিখা, প্রণালী,
পথ, ঘাট, মাঠ ?
কে আজ পৃথিবী-রাজ ? জলে স্থলে ব্যোমে
কার রাজ্যপাট ?
পঞ্চভূত বশীভূত, প্রকৃতি উন্নীত,
কার জ্ঞানে বলে ?
ভুঞ্জিতে কাহার রাজ্য—জন্মিলেন হরি
মথুরা কোশলে ?

প্রবীণ সমাজ-পদে, আজি প্রৌঢ় আমি,
যুড়ি' দুই কর,
নমি, হে বিবর্ত্ত-বুদ্ধি ! বিদ্যুত-মোহন,
বজ্রমুষ্টিধর !

চরণে ঝটিকাগতি—ছুটিছ উধাও
দলি' নীহারিকা !
উদ্দীপ্ত তেজসনেত্র—হেরিছ নির্ভয়ে
সপ্তসূর্য্য-শিখা !
গ্রহে গ্রহে আবর্ত্তন—গভীর নিনাদ
শুনিছ শ্রবণে !
দোলে মহাকাল-কোলে অণু পরমাণু—
বুঝিছ স্পর্শনে !

নমি, হে সার্থক-কাম ! স্বরূপ তোমার
নিত্য অভিনব !
মর দেহে নহ মর, অমর-অধিক
স্থৈর্য্য ধৈর্য্য তব !
ল'য়ে সলাঙ্গুল দেহ, স্থূলবুদ্ধি তুমি
জন্মিলে জগতে,—
শুষিলে সাগর শেষে, রসাইলে মরু,
উড়ালে পর্ব্বতে !

গঠিলে আপন মূর্ত্তি—দেবতা-লাঞ্ছন,
কালের পৃষ্ঠায় !
গড়িছ—ভাঙ্গিছ তর্কে, দর্শনে, বিজ্ঞানে,
আপন স্রষ্টায় ।

নমি, হে বিশ্বগ-ভাব ! আজন্ম-চঞ্চল,
বিচিত্র, বিপুল !
হেলিছ—দুলিছ সদা, পড়িছ আছাড়ি'
ভাঙ্গি' সীমা—কূল !
কি ঘর্ষণ—কি ধর্ষণ, লম্ফন—গর্জ্জন,
দ্বন্দ্ব—মহামার !
কে ডুবিল—কে উঠিল, নাহি দয়া মায়া,
নাহিক নিস্তার !
নাহি তৃপ্তি, নাহি শ্রান্তি, নাহি ভ্রান্তি ভয়,
কোথায়—কোথায় !
চিরদিন এক লক্ষ্য,—জীবন বিকাশ,
পরিপূর্ণতায় !

নমি তোমা, নরদেব ! কি গর্ব্বে গৌরবে
দাঁড়ায়েছ তুমি !
সর্ব্বাঙ্গে প্রভাত-রশ্মি, শিরে চূর্ণ মেঘ,
পদে শষ্পভূমি।
পশ্চাতে মন্দির-শ্রেণী, সুবর্ণ-কলস
ঝলসে কিরণে ;
বালকণ্ঠ-সমুত্থিত নবীন উদ্গীথ
গগনে পবনে।
হৃদয়-স্পন্দন সনে ঘুরিছে জগৎ,
চলিছে সময় ;
ভ্রূ-ভঙ্গে—ফিরিছে সঙ্গে ক্রম ব্যতিক্রম,
উদয় বিলয় !

নমি আমি প্রতিজনে,—আদ্বিজ-চণ্ডাল,
প্রভু ক্রীতদাস !
সিন্ধু-মূলে জল-বিন্দু, বিশ্ব-মূলে অণু,
সমগ্রে প্রকাশ !

নমি, কৃষি-তন্তু-জীবী, স্থপতি, তক্ষণ,
কর্ম্ম-চর্ম্ম-কার !
অদ্রি-তলে শিলাখণ্ড—দৃষ্টি-অগোচরে
বহ অদ্রি-ভার !
কত রাজা, কত রাজ্য গড়িছ নীরবে,
হে পূজ্য, হে প্রিয় !
একত্বে বরেণ্য তুমি, শরণ্য এককে,—
আত্মার আত্মীয় !

আবাহন

একত্র করেছি আজি—
যুগ-যুগ চিন্তারাজি,
সুখ, দুখ, আশা, স্মৃতি,
মহত্ত্ব, সৌন্দর্য্য, ধৃতি ;
হে পিরীতি, সমূরতি কর অধিষ্ঠান !
লহ অর্ঘ্য, রাখ নর-মান।

এত চেষ্টা যত্ন শ্রম,
এত ধৈর্য্য পরাক্রম,
এত যাগ যজ্ঞ কর্ম্ম,
এত শিক্ষা দীক্ষা ধর্ম্ম,
এত ত্যাগ অনুরাগ, এত ভক্তি জ্ঞান,
নহে—নহে তুচ্ছ এই ধ্যান।

হের, এ আকুল-ভাষে
দেবগণ দ্রুত আসে—
উন্মুক্ত আকাশ-পট,
মেঘ-কেতু লটপট,
নক্ষত্র দেখায় পথ বিচিত্র আলোকে,
স্বনে বায়ু মৃদু-মন্দ শ্লোকে।

হের, এ প্রণবে, সতী,
স্তম্ভিত ব্রহ্মাণ্ড-গতি ;
দূর বিষ্ণুলোক হ'তে
আশীর্ব্বাদ আসে স্রোতে,
ঝর ঝর সপ্তস্বর্গ ঝরে শির 'পর।
ক্ষুদ্র নয়, তুচ্ছ নয় নর।

কিছু তুচ্ছ নাহি তার,
সে যে দেব-অবতার—
কল্পনায় কুতূহলী,
দর্শনে বিজ্ঞানে বলী,
অদৃষ্টের নিয়ামক, সৃষ্টি-সংস্কারী,
বিশ্ব-প্রভু, গদা-পদ্ম-ধারী।

এস তবে, এস ভবে,
সত্যই কৃতার্থ হবে ;
এ বিকচ তনু-মন
বিধাতার ধ্যেয় ধন—
দেবাসুর রণক্ষেত্র, সর্ব্বতীর্থ-সার ;
উপযুক্ত আসন তোমার ।

বিনা মন্দাকিনী-তীর
কোথা খেলা অমরীর ?
বিনা মাধবের বুক
কোথা রাধিকার সুখ ?
কর্ম্ম বিনা কারণের কোথায় আশ্রয় ?
মর্ত্ত্য বিনা স্বর্গ-বিপর্য্যয় ।

অয়স্কান্ত মণি 'পর
কেন্দ্রীভূত রবিকর ;
শঙ্করের জটাপাকে,
ভাগীরথী বাঁধা থাকে ;
প্রকৃতির অবিকৃতি পুরুষ-হিয়ায় ;
কালিকা আগমে বিহরায় ।

২

এসেছে কমলা-বাণী,
এস তুমি, প্রেম-রাণী !
এত গর্ব্ব, এত জয়,
তবু নর সুস্থ নয়—
তবু উঠে হাহাকার ভেদি' অন্তঃস্থল,
গেল—গেল জীবন বিফল !

সেই উন্মাদনা-স্রোত
আজো প্রাণে ওতপ্রোত ;
আজো তৃপ্তি-অবসরে
সে অতৃপ্তি হা-হা করে ;
সেই চিত্তে অপ্রসাদ, জীবনে ধিক্কার ;
সর্ব্বগ্রাসী স্বার্থ-হুহুঙ্কার ।

আজো সেই পশু-ধর্ম্মে
ভ্রমি লক্ষ্যহীন কর্ম্মে ;
আত্ম-প্রতিষ্ঠার ছলে
বিশ্ব দেই রসাতলে ;
কামে ক্রোধে লোভে মদে সৃষ্টি শত চূর ;
হা-হা, নর সাক্ষাৎ অসুর !

বৃথা তার ইতিহাস,
ভবিষ্যৎ কাব্য-ভাষ ;
বৃথা যুগ-বিবর্ত্তন,
মিছা কুরুক্ষেত্র রণ ;
সভ্যতার এত শ্রম বৃথায়—বৃথায় !
ধিক্ নরে, নর-প্রতিভায় !

উর, দেবী, রাখ সৃষ্টি,
কর প্রেমসুধা-বৃষ্টি !
ধুয়ে যাক্—মুছে' যাক্
অদৃষ্টের দুর্ব্বিপাক—
অচল অটল সেই দুর্ভেদ্য আঁধার—
প্রকৃতির প্রথম বিকার !

উর শত সূর্য্য-ভাসে—
নীচতা পলাক্ ত্রাসে,
জ্বলে' যাক্ অহঙ্কার,
ধন-জন-হুহুঙ্কার,
হিংসা-দ্বেষ-অত্যাচার, মিথ্যা-কোলাহল ;
মঙ্গলে মরুক অমঙ্গল !

যথা বজ্র-বৃষ্টি-ঝড়ে
দুর্ভিক্ষ মড়ক মরে ;
জ্ঞান যথা মহাজ্ঞানে ;
প্রাণ যথা মহাপ্রাণে ;
মরুক এ অপূর্ণতা পূর্ণতা-ভিতরে !
এস, দেবী, এস ঘরে-পরে !

এস, ভেদি' ব্রহ্মরন্ধ্র,
হে আনন্দ—ভূমানন্দ !
উৎপাটিয়া মর্ম্মস্থল
সদ্যঃ-রক্তে ঝল-ঝল্—
এস আত্ম-বিনাশিনী, পরার্থ-জীবিতে,
সত্য-শিবে, সৌন্দর্য্য-সম্মিতে !

প্রেম-গীতি

১

কত যেন দোষী হ'য়ে, কত যেন পাপ ল'য়ে,
আসিয়াছি নিকটে তোমার !
যেন কি দুঃখের চিত্র, যেন কি সুতীব্র বিষ
আনিয়াছি দিতে উপহার !

জ্বলন্ত নয়নে আছে যেন কি কলঙ্ক-লেখা,
মুখ তুলে' দেখিতে না চাও !
আছে মোর রুদ্ধ কণ্ঠে মৃত্যুর আদেশ যেন,
দেব-কর্ণে শুনিবারে পাও !

আঁধারে মাথার 'পরে পরিণাম-নিশাচর
দাঁড়াইয়া পাখা বিস্তারিয়া,—
দেখিতেছ তুমি যেন বর্ত্তমান-মেঘ ঠেলি'
সে আঁধার চিরিয়া চিরিয়া !

উদ্গার করিবে হৃদি   কি অনল-ধাতুস্রাব,
চরাচর যাবে ছারখারে,—
নিবাতে নারিবে যেন   ঢালি' সপ্ত পারাবার-
কিংবা তব চির-অশ্রুধারে!

জীবন আমার যেন   বিকট শ্মশান-ভূমি,
অন্ধ অমা রেখেছে আবরি',—
তোমার নয়ন-পাতে   ফুটিবে ঊষার আলো—
এখনি জাগিব হা-হা করি'!

তাই তুমি ঘৃণা করে',   ভীত হ'য়ে যাও সরে',
মোর শ্বাস পাছে লাগে গায়?
কি ছিলাম—কি হ'য়েছি,   কেন যে বাঁচিয়া আছি—
দেখ না কেমনে দিন যায়!

শুন তবে, রমণী রে,   বলি আজি গর্ব্ব-ভরে—
এ প্রণয় স্বার্থ-শূন্য নয়;
জনম—বিফল ব্যর্থ,   এ স্বার্থ না হ'লে পূর্ণ;
এ প্রণয় মহাস্বার্থময়!

শরীরে অভাব আছে, হৃদয়ে অভাব আছে,
জীবনে অভাব আছে মোর,
অভাব র'য়েছ স্থখে, অভাব র'য়েছে দুখে,
মরণে অভাব আছে ঘোর !

লইয়া অভাব এত—লইয়া এ মহাশূন্য
আসিয়াছি নিকটে তোমার !
যতটুকু পার—দাও, হয় হোক্ বিন্দুমাত্র,
পূরাতে এ শুষ্ক পারাবার !

অবশিষ্ট অপূর্ণতা—ল'বে প্রেম পূর্ণ করি'
দিয়া নিজ কল্পনা স্বপন।
তুচ্ছ প্রেমিকের আশা—ঘোরে না বিধির চক্র
মূলে না রহিলে এক জন !

শেষ বার

এই বার—শেষ বার, দেখি তবে এক বার-
হয় কি না হয়।
বুকে এ বাড়ব-দাহ দিনরাত—দিনরাত
আর নাহি সয়!
প্রাণের এ বিষ-লতা উপাড়ি' ফেলিব আজ,
করি' প্রাণ পণ;
আশায় ভরসা নাই, মরণের দেখা নাই,
দুঃসহ জীবন!

এই যে সন্দেহ-জ্বালা, পিপাসা, যন্ত্রণা, মোহ—
এ কি ভালবাসা ?
কেহ বুঝিল না কথা, কেহ বুঝিল না ব্যথা,
এ যে কর্ম্ম-নাশা !
এ যে রে কুস্বপ্ন-ঘোর, জন্মান্তর-অভিশাপ—
কুহক কাহার !
সেই কথা, সেই গান, সেই মুখ, সেই প্রেম,
সে-ই বারবার !

দিনে দিনে পলে পলে নীরবে অলক্ষ্যে ধীরে
আসিছে মরণ ;
দুরাশার ঘূর্ণ-পাকে নীরবে অজ্ঞাতে ধীরে
ডুবিছে জীবন।
আশা তৃষা মায়া সাধ পুড়িতেছে পলে পলে
প্রতীক্ষায় জ্বলি' !
কামনার মহাযজ্ঞে কেন এই তুষানল,
মনঃ-প্রাণ-বলি !

সুখের পশ্চাতে দুখ   ছুটিতেছে অবিরত,
নিশা গ্রাসে দিন ;
প্রণয়ে কি আত্মহত্যা   তেমনি বিধির সত্য,
কঠোর কঠিন ?
নিবেছে আশার আলো,   সম্মুখে নিরাশা-রাত্রি,
জ্বাল, চিতা জ্বাল !
কৈশোরের সুপ্তি-স্বপ্ন   চিরতরে হ'ক্ ধ্বংস,
ঘুচুক্ জঞ্জাল !

ভালবাসা—ভালবাসা—ও সুধু কথার কথা,
কবির কল্পনা ;
ভালবাসা—ভালবাসা—পাগলের হাসি-কান্না,
নারীর খেলনা।
কও জগতের কথা,   কবি পাগলের কথা
কাজ নাই তুলি' ;
প্রেমের এ বিষ-দাহে   কি ঔষধ বল তার—
কিসে আমি ভুলি ?

বিস্মৃতি ? বিস্মৃতি কোথা ! জীবনে বিস্মৃতি নাই !
দেহ-মনঃ-প্রাণ—
সকলি যে আজি মোর তার কথা, তার গান,
তারি অনুধ্যান !
প্রেম প্রাণ স্মৃতি দিয়া উদযাপিব প্রেম-ব্রত,
হে কবি নবীন,
দাও ওই বিষ-পাত্র, দাও ওই তীব্র সুরা,
আজি মৃত্যু-দিন !

তোল হাসি কোলাহল, বল সবে বল বল
কি করিয়া হয়—
শরতের মেঘ সম উপরে সুনীল ছায়া,
মাঝে শূন্যময় !
ওই মদিরার মত কোথা পাই শূন্য হাসি,
হাসি-ই কেবল,
অর্থহীন, রসহীন, মায়াহীন, মোহহীন—
সুধু খল-খল্ !

রমণী, তোমার তরে তোমারি মতন হই
কোন্ সাধনায় ?
মুখে হাসি প্রেম-কথা, বুকে নাই কোন ব্যথা—
মত্ত আপনায় !
চলেছি জগৎ-পথে, চলেছি মৃত্যুর পথে,
ঢাল, সুরা ঢাল !
প্রেম নয়, কাব্য নয়, নারীর হৃদয় নয়,
জ্বাল, চিতা জ্বাল !

দগ্ধ নগরের মত উড়াইতে স্মৃতি-ভস্ম
কেন আছি পড়ি' !
বর্ত্তমান-হাহাকারে, ভবিষ্যৎ-অন্ধকারে
গত-স্বপ্ন ধরি' !
জীবনের মরুভূমে কোথা তুমি চিরস্নিগ্ধ
প্রেম-কল্লোলিনী !
চাপি' বক্ষ দুই করে যেথা যাই—মরীচিকা
মৃত্যুর সঙ্গিনী !

পারাবারে পোত-ভগ্ন মজ্জমান অভাগার
আশ্রয় কোথায় ?
শত ইন্দ্রধনু-বর্ণে এ যে রে মৃত্যুর বাহু
ঘেরিছে আমায় !
কোথায় আনন্দ-স্বপ্ন ! এ যে অদৃষ্টের ব্যঙ্গ,
বিকৃত কল্পনা !
দুরাশার উপহাসে মরণ-যন্ত্রণাধিক
আত্মপ্রবঞ্চনা !

পুনর্মিলনে

পড়িয়া ঘটনা-স্রোতে,   জানি না কি ভাগ্যবলে
উঠিনু হেথায় !
জানি না দেবতা কোন্   হ'ল অনুকূল আজি,
মিলা'ল তোমায় !
কল্পনার—দুরাশার   এ যে অজানিত ঠাঁই,
স্বপন-অতীত ;
নিদাঘ-মরুভূ-মাঝে   আচম্বিতে মন্দাকিনী
হ'ল প্রবাহিত !
জানিতাম আগে যদি   আবার তোমার সনে
হইবে মিলন,—
মুছিতে স্মৃতির লেখা   কে যাচিত প্রতিদিন
অকাল-মরণ ?
জ্বলন্ত নয়নপ্রান্তে   করিত কি গরজন
রুদ্ধ তরঙ্গিণী ?
হৃদয়-শ্মশান-মাঝে   বেড়া'ত কি কেঁদে কেঁদে
আশা-পাগলিনী ?

কুসুম-কোমলা স্মৃতি ছুটিত কি উল্কা সম
জ্বালায়ে আপনা ?
পূত-তোয়া প্রেম-গঙ্গা, বরষার পদ্মা সম
হ'ত কি ভীষণা ?

হেরি' ওই মুখখানি আবার নয়ন কেন
ভুলিছে মায়ায় ?
দুর্ললিত প্রেম-স্রোত আপন মরণ-পথে
কেন ছুটে যায় ?
মধুময়ী সুখ-আশা, নিদাঘের শুষ্ক লতা
কেন মুঞ্জরিত ?
অতীত-শৈশব-ছায়া, লুপ্ত ফল্গুনদী আজি
কেন উচ্ছ্বসিত ?
কুহকিনী কল্পনার অপরূপ ইন্দ্রজাল
অন্তরে আমার,
পলে পলে কত মূর্ত্তি,—আশার অমৃত-লেপে
আঁকিছে আবার !

জাগ্রতে সুখের স্বপ্ন, সে দূর-নন্দন-শোভা
মেঘে মেঘে ভাসে !
ও মুখের প্রতিবিম্ব, পূর্ণিমা-চাঁদের আলো
ভাঙ্গা বুকে হাসে !
হৃদয়ে হৃদয় দিয়া শুন তবে একবার
স্মৃতির গর্জ্জন !
হৃদয়ে হৃদয় দিয়া দেখ একবার, সখী,
হৃদয়-মন্থন !

একটী তরঙ্গ আজ হয়েছিল অনুকূল,
হয়েছে মিলন ;
একটী তরঙ্গ রোষে আসিবে, পড়িব দূরে—
সহস্র যোজন !
এই স্বপনের দেখা, এই স্বপনের কথা
এখনি ফুরাবে !
নিমেষে আকাশ-মাঝে কক্ষ-ভ্রষ্ট তারাটুকু
এখনি হারাবে !

জগতের অন্ধকারে পড়ি' আমি একধারে,
নিশ্চল নয়ন—
দেব-অভিশাপ সম বহিব কি নত-শিরে
দুর্ব্বহ জীবন !
এস তবে একবার—মিলাইয়া, সুলোচনা,
নয়নে নয়ন,
দেখি লো কেমন লাগে নিদাঘের তীব্রতপ্ত
এ মরু-জীবন !
শুন তবে একবার—এ প্রাণের জ্বালাময়ী
দুঃখের কাহিনী ;
বলিতে বলিতে সুখে একবার—চিরতরে
ঘুমাই রমণী !

পড়িয়া ঘটনা-স্রোতে অকালে ভাঙ্গিয়া গেছে
হৃদয় আমার ;
পড়িয়া ঘটনা-স্রোতে জানি না মুহূর্ত্ত পরে
কি ঘটে আবার !

হ'ল যদি সম্মিলন, একটু অপেক্ষা কর
সেই উপহার—
একটু অপেক্ষা কর, নির্ব্বাপিত করি দীপ
সম্মুখে তোমার !
ধরাতল-বিপ্লাবিনী উন্মত্তা কল্পনা-নদী
এ ক্ষুদ্র অন্তরে,
নৈরাশ্য-পাষাণ দিয়া কত দিন বল আর
রাখি রুদ্ধ করে' ?
আশার অমৃত-ভাণ্ড অধর-সম্মুখে ধরি',
মরুর উপরে,
বারেক না ল'য়ে স্বাদ, কত দিন বল আর
জীবনী সঞ্চরে ?
একটু অপেক্ষা কর, মনে বড় আছে সাধ—
দিব উপহার,—
জগৎ-বন্ধন-হীন, দুঃখ-সুখ-প্রেমাতীত
পরাণ আমার !

কামে প্রেমে

কি মধু-যামিনী !
সুদূর তটিনী-বুকে চন্দ্রিকা ঘুমায় সুখে,
বিহ্বলা বিবশা যেন নবোঢ়া কামিনী !
তর-তর থর-থর বন উপবন—
সঙ্গীতে কাঁপিছে যেন চিত্রের মতন !

বিস্মিত নয়নে,
ঢল-ঢল পূর্ণ শশী সুনীল আকাশে বসি',
খুঁজিতেছে ধরণীর প্রতি অণু যেন—
এ পূর্ণ জগৎ-মাঝে অপূর্ণতা কেন !

ল'য়ে তরু লতা পাতা চন্দ্রমা চন্দ্রিকা,
ধরণী নিঃশ্বসি' কহে,—কপোলে শিশির বহে,-
'কোথা রাজে মহারাসে সে শ্যাম রাধিকা !'
কোথা—কোথা—কোথা !

২

কোথা প্রেম, কোথা প্রীতি, সে কল্পনা, স্বপ্ন, স্মৃতি,
সেই হাসি, সেই বাঁশী, সেই জাগরণ—
নয়নে নয়নে সেই চির-অন্বেষণ !

নাহি তৃপ্তি, নাহি শ্রান্তি, কি অশ্রান্ত মহাভ্রান্তি !
না শুকায়—না ফুরায় কি সুধা-নির্ঝর !
জীবনে না হয় শেষ কি কাব্য সুন্দর !

দেব-ত্যক্ত ধরাতলে, নরকের কোলাহলে
সেই ঋষি-আশীর্ব্বাদ, দেব-কণ্ঠহার !
সাধনার মহামন্ত্র—অমরার-দ্বার !

৩

হায়, প্রিয়া, হায়,
কই কই সে মিলন—লতিকার আলিঙ্গন,
মনে মনে, প্রাণে প্রাণে, শিরায় শিরায় ;
পাকে পাকে ভাঙ্গে চিত্ত, তবু কি আনন্দ নিত্য,
রোমে রোমে যেন মত্ত-সমুদ্র গড়ায় !

কই সেই সুখ স্থির, সে মহান, সে গম্ভীর—
অনন্ত আকাশ সম আপনায় লীন ?
সে আগ্রহ, সে নিগ্রহ, সে যন্ত্রণা অহরহ,
শত রবি শশী মরে—ভ্রূক্ষেপ-বিহীন !

কই সে করুণ স্পর্শে শত স্বর্গ জাগে হর্ষে ?
কই সে ভ্রূভঙ্গে শত নরক-সৃজন ?
ধরণী লোটে না পায়, ভাগ্য অচেতন-প্রায়,
জীবনে জাগে না আর সহস্র জীবন !

৪

কবি যোগী ঋষি ল'য়ে সে প্রেম উধাও হ'য়ে
পলায়েছে স্বর্গে—কিংবা নন্দনে, নির্ব্বাণে !
ভূত-দেহ আছে পড়ি', পিশাচের বেশ ধরি',
আমরা কি নৃত্য করি এ অমা-শ্মশানে !

ল'য়ে তার মৃদু হাসি গড়ি টীকা রাশি রাশি ;
প্রাণ-গত অশ্রু ল'য়ে বাদ প্রতিবাদ ;
নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ধরি' আশ্লেষ বিশ্লেষ করি ;
ইঙ্গিতে ভঙ্গিতে হেরি শঠতা প্রমাদ ।

ভালবাসা—চিরভক্তি, চাই প্রাণ, চাই শক্তি,
এ অনন্ত অনুভূতি খেয়ালের নয় ;
বহু স্বার্থ-আত্ম-ত্যাগে, বহু জপে তপে যাগে,
বহু ধৃতি-ক্ষমা-যত্নে প্রেম সমুদয়।

৫

বল, প্রিয়া, ইহা কাম—বিধাতা সদাই বাম—
তুচ্ছ কুতূহল ইহা, সময়-যাপন ;
রাগে মানে বেঁচে র'য়ে, মরে' যায় তৃপ্ত হ'য়ে-
বিরক্তি ভ্রুকুটী স'য়ে চুম্বনে মরণ।

হৃদয়ের প্রতি স্তরে ভ্রমিয়া কৌতুক-ভরে,
আশা সাধ মায়া তৃষা দু' দণ্ডে পড়িয়া—
সারাটা জীবন মম, পঠিত গ্রন্থের সম,
ফেলে' দিলে তৃপ্ত হ'য়ে, তাচ্ছল্য করিয়া।

নীলাকাশ শশী রবি—অতি পুরাতন ছবি,
বিস্ময়ে না হেরে আর মানব-নয়ন ;
অন্ধকার খনি-তলে ক্ষুদ্র মণি-কণা জ্বলে,
ক্ষুদ্রত্ব ভুলিয়া তার দুষ্প্রাপ্যে যতন !

কল্পনায় মূর্ত্তি এঁকে', অথবা চকিতে দেখে'
আমরণ ভক্তি-ভরে পারি পূজিবারে !
পারি—কৃষকের মত ছুটিবারে অবিরত
ইন্দ্রধনু পিছে পিছে যেতে স্বর্গদ্বারে !

৬

শত ফেরে প্রাণ বাঁধি' একা আমি বসে' কাঁদি—
মঙ্গলে সংশয়—এ যে সর্ব্ব-পাপ-মূল !
নগ্ন প্রাণে, নগ্ন দেহে, শিশু আসে ভব-গেহে ;
কেন রবি মুগ্ধ-নেত্র, ধরা স্নেহাকুল !

দিবা-শেষে অন্ধকার, উপভোগে শ্রান্তি-ভার,
পূজা-শেষে বিসর্জ্জন জগৎ-নিয়ম ;
প্রণয় জগদতীত, যত দাও—নহে প্রীত,
দাও, দাও, দাও সদা, নাহি ধারা ক্রম।

যত জ্যোৎস্না ঝরে' পড়ে তত চাঁদ শোভা ধরে ;
বিলালে ছড়ালে প্রেম কোটী গুণ বাড়ে !
নায়ক মশানে যায়—তবু প্রিয়া-গুণ গায় ;
মৃতদেহ পচে' যায়—নায়িকা না ছাড়ে !

শ্রাবণে

সারা দিন একখানি জল-ভরা কালো মেঘ
রহিয়াছে ঢাকিয়া আকাশ ;
বসে' জানালার পাশে, সারা দিন আছি চেয়ে—
জীবনের আজি অবকাশ !
গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ে, তরুগুলি হেলে-দোলে,
ফুলগুলি পড়েছে খসিয়া ;
লতাদের মাথাগুলি মাটিতে পড়েছে লুটি' ;
পাখীগুলি ভিজিছে বসিয়া ।

কোথা সাড়া-শব্দ নাই, পথে লোক-জন নাই,
হেথা-হোথা দাঁড়ায়েছে জল ;
ভিজা ঘাসঝাড় হ'তে লাফায় ফড়িঙ্গ কভু,
জলায় ডাকিছে ভেকদল।
চাতক, ঝাড়িয়া পাখা, ডাকিয়া ফটিক-জল,
ছাড়ি' নীড়, উঠিছে আকাশে ;
কদম্ব-কেতকী-বাস কাঁপিছে বাতাসে ধীরে ;
গেছে ধরা ঢেকে' শ্যাম ঘাসে।

দীঘীটী গিয়াছে ভরে', সিঁড়ীটী গিয়াছে ডুবে',
কাণায় কাণায় কাঁপে জল ;
বৃষ্টি-ভরে—বায়ু-ভরে নুয়ে পড়ে বার বার
আধ-ফোটা কুমুদ-কমল।
তীরে নারিকেল-মূলে থল্-থল্ করে জল ;
ডাহুক ডাহুকী কূলে ডাকে ;
সারি দিয়া মরালীরা ভাসিছে তুলিয়া গ্রীবা,
লুকাইছে কভু দাম-ঝাঁকে।

পাড়ে পাড়ে চকা চকী বসে' আছে দুটী দুটী ;
বলাকা মেঘের কোলে ভাসে ;
ক্বচিৎ গ্রামের বধূ শূন্য কুম্ভ ল'য়ে কাঁখে,
তরু-তল দিয়া ধীরে আসে।
ক্বচিৎ অশ্বত্থ-তলে ভিজিছে একটী গাভী ;
টোকা মাথে যায় কোন চাষী ;
ক্বচিৎ মেঘের কোলে, মুমূর্ষুর হাসি সম,
চমকিছে বিজলীর হাসি।

মাঠে নবশ্যাম ক্ষেতে কচি কচি ধান-গাছ
মাথাগুলি জাগাইয়া আছে—
কোলে লুটিতেছে জল টল্-মল্ থল্-থল্,
বুকে বায়ু থর-থর নাচে।
সুদূরে মাঠের শেষে জমে' আছে অন্ধকার,
কোথা যেন হ'তেছে প্রলয় !
কুটীরে বসিয়া গৃহী পুত্র-পরিবার সহ
কত দুর্য্যোগের কথা কয়।

চেয়ে আছি শূন্য পানে, কোন কাজ হাতে নাই—
কোন কাজে নাহি বসে মন !
তন্দ্রা আছে, নিদ্রা নাই ; দেহ আছে, মন নাই ;
ধরা যেন অস্ফুট স্বপন !
এই উঠি, এই বসি ; কেন উঠি, কেন বসি !
এই শুই, এই গান গাই ।
কি গান—কাহার গান ! কি স্বর—কি ভাব তার !
ছিল কভু, আজ মনে নাই !

যদি

প্রেম যদি হইত গোলাপ,
হৃদি যদি হইত পল্লব—
দুলিত নবীন স্তরে
কত-না আনন্দ-ভরে!
হরিতে লোহিত-আভা—চিত্রের গৌরব!

প্রেম যদি হইত রাগিণী,
হৃদি যদি হ'ত গীতি তার—
ঝঙ্কারে নিখাদে খাদে
মিশিত কি অবিবাদে!
স্ফুরিত কতই অর্থ অস্ফুট কথার!

প্রেম যদি হ'ত ফুলবন,
হৃদি হ'ত মলয়-বাতাস—
ঘেরি' বেড়ি' দলি' পিষি'—
অঙ্গে অঙ্গ দিবানিশি;
তবুও বিরহ-ভয়ে কাতর নিঃশ্বাস!

প্রেম হ'ত অবাধ কল্পনা,
হৃদি হ'ত আধ-জাগরণ—
মুখে হাসি, চোখে হাসি,
আছাড়ি' পড়িত আসি'—
ছিঁড়ে যেত প্রতি শিরা—দেহের বন্ধন !

প্রেম হ'ত গহন কান্তার,
হৃদি যদি হ'ত দাবানল—
ক্ষোভে রোষে নিরাশ্বাসে
গ্রাসিতাম গ্রাসে গ্রাসে—
রহিত অস্তিত্ব তার আমাতে কেবল !

প্রেম যদি হইত জীবন
মরণ হইত যদি হৃদি—
সে নাহি চাহিত ফিরে',
আমি রহিতাম ঘিরে'—
সুখে দুখে ঘুরিত সে আমার পরিধি !

রজনীর মৃত্যু

পশ্চিমের জলদ-শয্যায়
পড়িয়া রজনী মৃত-প্রায়।
দিগন্তের সুকোমল কোলে
গুরুভার মাথাটী থুইয়া—
আঁখি-কোলে অশ্রু-বিন্দু দোলে—
দেখিতেছে একদৃষ্টে আত্ম হারাইয়া,
ঘুমন্ত বিশ্বের মুখখানি !

ছেড়ে' যেতে চাহে না পরাণ,
তবু না গেলেও নয় !
আশা তৃষ্ণা সব ছেড়ে', স্মৃতির সান্ত্বনা ফেলে',
শূন্যে পূরিয়া হৃদয়—
জানে না কোথায় হবে করিতে প্রয়াণ !

এক বার ভাঙ্গাইয়া ঘুম,
চুম্বি' দুটী নয়ন-কুসুম,
বিদায়ের শেষ কথা—প্রাণের একটী ব্যথা
না বলিয়া ছেড়ে' যাওয়া দায় !
তবু যেতে হবে হায় !

জাগাবে কি অসময়ে ? জাগিলে বিরক্ত হবে,
কাজ নাই জাগাইয়া আর—
যাক্, তবে যাক্ অন্ধকার !

হৃদয়ের তারাগুলি একে একে অন্ধকারে
যেতেছে নিবিয়া ;
সারা নিশি আছে জেগে'—নয়নে পলক নাই,
জলে আঁখি গিয়াছে ডুবিয়া—
তবু নয়নের সাধ মেটে নাই, হায়,
কেমন করিয়া তবে যায় !

বুক-ভাঙ্গা—প্রাণ-ভাঙ্গা এ সাধের এক কথা
পারিল না দেখাতে তাহায়—
শত অভিশাপ বিধাতায় !

চাহিয়া র'য়েছে শুকতারা
রজনীর হৃদয় উপর—
পরাণটী আছে যেন আঁকা
তৃষা-মাখা আঁখির ভিতর !

নিস্তব্ধতা বসি' এক পাশে
ব্যজন করিছে একা একা—
এক কণা অশ্রু নাই চোখে,
মুখে নাই একটীও রেখা !

দূরে দূরে দিগঙ্গনাগণ,
দেব-শিল্প পুতলী মতন,
নাসায় নাহিক শ্বাস, স্খলিত অঞ্চল-বাস,
স্তম্ভিত নয়ন।

স্বপ্ন আর সহিতে না পারে !
দুটী কর চাপি' বুকে ছুটে যায়—নিদ্রা যেথা
কাঁদিছে বসিয়া এক ধারে।
দু' জনে জড়ায়ে দু' জনারে
শব্দ-শূন্য কি ভাষায় কাঁদে হাহাকারে !

নিঠুর মূরতি প্রকৃতির
কিছুতেই দৃক্‌পাত নাই,
রহিয়াছে সুগম্ভীর স্থির !

কত শত লক্ষ লক্ষ প্রাণ
মিলিয়া গিয়াছে বুকে তার ;
কত শত লক্ষ লক্ষ প্রাণ
ওই বুকে মিলিবে আবার !

ব্রহ্মাণ্ডের কিছুতেই চাহে না রহিতে বাঁধা,
নিজ মনে ধায় !
ব্রহ্মাণ্ড সাধিছে প্রাণপণে
পদে পদে বাঁধিতে তাহায় !
বৃথায়—বৃথায় !
সেই আপনার খেলা খেলিছে হৃদয়-হীনা—
পাগলিনী-প্রায় !
হৃদয়ের এক প্রান্তে জ্বলে
ধূধূ ধূধূ ভীষণ শ্মশান ;
হৃদয়ের আর প্রান্তে ধীরে
স্বর্ণ-পুরী করিছে নির্ম্মাণ !

কুসুমের প্রথম সুবাস,
বিহগের কূজন উচ্ছ্বাস,
সদ্যঃ-ঝরা নির্ম্মল শিশির,
প্রথম চমক জাহ্নবীর,
শিশুর প্রথম জাগরণ,
জননীর প্রভাত-চুম্বন,
সমীরের ব্যাকুল-পরশ,
কবিতার উৎসাহ-হরষ,
দম্পতীর সুখ-আলিঙ্গন,
নবোঢ়ার হেসে পলায়ন,
বিরহীর স্বপন-পিরীতি,
দুখী রোগী তাপীর বিস্মৃতি—
প্রকৃতির শ্মশান-হিয়ায়
সকলি মিলায়ে বুঝি যায় !

অন্ধকারে জন্মিয়া রজনী
অন্ধকারে ত্যজিল জীবন ;
দেখিল না—বুঝিল না কেহ
শান্ত হৃদয়ের সেই প্রাণান্ত-স্বপন !

কেবল

অলক্ষ্যে দেবতা এক কাঁদিল শিশির-ছলে,
তিতিল ভুবন।

বন-পথে যেতে যেতে কহিল রমণী এক,
ম্লান হাসি হাসিয়া গরবে,—
কে পারে বাসিতে ভাল এত
নারী বিনা ভবে!

দূর তরু-তল হ'তে উত্তরিল নর এক,
হৃদয়ে চাপিয়া দুটী কর,—
চির দিন অনুত্তীর্ণ মম
রহিল এ হৃদয়-সাগর!

লোক-লোকান্তর হ'তে নিঃশ্বসিল মৃত এক,
চাহি' ধরা 'পর,—
চারি দিকে হেলা-ফেলা, তবু কি সুন্দর!

বায়ু-দূত

যা, বায়ু, তাহার কাছে—
সে বুঝি ঘুমায়ে আছে,
নিয়ে যা গানটী মোর ধীরে ধীরে তার কাছে ;
নিয়ে যাস্ বুকে করে',
দেখিস্ পড়ে না ঝরে',
বড় ভয় হয় মনে—বুঝিতে না পারে পাছে !

দেখিস্ আকুল হ'য়ে,
গানটীরে বুকে ল'য়ে
পড়িস্ নে ছুটে' তার কোমল কিশোর-হৃদে !
ভয়ে আশা যায় টুটে'—
সে যদি কাঁদিয়া উঠে,
গানের বেসুর কোন যদি তার প্রাণে বিঁধে !

যা মোর গানটী নিয়ে
গঙ্গার উপর দিয়ে—
ছোট ছোট ঢেউ-গুলি ঈষৎ পরশ করি’;
একটু জোছনা মেখে’,
একটু গোলাপে থেকে’,
লতাদের বাহু-দোলা একটু হৃদয়ে ধরি’—

মাথাটী বাহুতে থুয়ে
সে যেথায় আছে শুয়ে,
আলু-থালু কেশ-জাল মাটীতে পড়িয়া লুটে;
আঁচল পড়েছে খসে’,
কম্পিত উরসে বসে’
আকুল জোছনা-রাশি কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠে!

যাস্, বায়ু, পায় পায়,
শুইয়া পড়িস্ গায়,
হৃদয়-কোরকে তার গানটীরে দিস্ রেখে;
সে যেন মধুর ঘুমে—
গানটীর ধীর চুমে
স্বর্গের স্বপন সনে শৈশব-স্বপন দেখে!

যেন রে প্রভাত হ'লে—
ঘুম-টুকু গেলে চলে',
স্বপ্ন-টুকু গান-টুকু আর না ভুলিয়া যায় !
ঘুমটী ভাঙ্গিয়া গেলে,
কাল যেন কাছে এলে,
বন-হরিণীর মত চমকিয়া না পলায় !

বসন্ত-প্রভাতে

এস লো রূপসী প্রেয়সী আমার !
সে সুখ-বসন্ত আসিছে আবার !
গাছে গাছে দেখ ফুটিতেছে ফুল,
এস ফুল-মাঝে, সৌরভ আকুল !
ফুলে ফুলে দেখ চুমিতেছে অলি,
এস প্রেম-মধু, হৃদয়ে উছলি' !

সে সুখ-বসন্ত আসিছে আবার,
এস লো প্রেয়সী রূপসী আমার !
ডালে ডালে দেখ ডাকিতেছে পাখী,
এস লো মূর্চ্ছনা, সপ্ত-সুরে ডাকি !
বহিছে তটিনী—বিমল-দু'কূলা,
এস বন-ছায়া, আশ্রয়-আকুলা !

সরে' গেছে শীত, সরিছে কুয়াসা,
এস সুখ-সাধ, এস ভালবাসা !
এস লো কবিতা, এস স্মৃতি-দূর,
এ প্রভাত আজ বড়ই মধুর !
জর-জর দেহ, থর-থর প্রাণ,
এস মদনের অব্যর্থ সন্ধান !

এস অমরীর অলক্ষ্য চুম্বন,
গত-জীবনের চির-আলিঙ্গন !
শত শত ফুল ফুটিছে শরীরে,
যৌবন-কাতরা, এস ধীরে ধীরে !
শত শত গান উঠিছে পরাণে,
বিরহ-বিধুরা, এস মোর গানে !

ঘুচিলে আঁধার, শুকালে শিশির,
কেন ছুটে আসে মলয়-সমীর ?
বহিলে মলয় কেন ফুল হাসে ?
কেন শত হাসি আসে-পাশে ভাসে ?
ফুটিলে কুসুম কেন ডাকে পাখী ?
কেন বামে চায় পিপাসিত আঁখি ?

মাধুরীর পিছে শতেক মাধুরী,
চোরা মন যায় শত বার চুরী !
তরুরে লতিকা বাঁধে শত ফেরে,
সাঁঝের তারারে শত তারা ঘেরে,
শত শ্বাস ঢাকা বাঁশীর নিঃশ্বাসে,
শতেক মিলন বিরহের পাশে।

নায়কের পাশে নায়িকার শোভা,
কপোলের পাশে অশ্রু মনোলোভা,
নয়নের পাশে সরমের হাস,
অধরের পাশে বিজড়িত ভাষ,
হৃদয়ের পাশে আকুল কল্পনা,—
এস প্রেম-পাশে, রূপসী ললনা !

ল'য়ে বর-মালা, এস বাহু দুটী—
সরে' যাও লাজে, হেসে আস ছুটি' !
বাঁধিয়াছি বীণা, এস লো রাগিণী,
আলাপে মুখরা, গমকে মোহিনী !
প্রেম-শতদলে, এস শোভারাশি,
বুকে রাখি' মুখ, বল,—'ভালবাসি !'

মধু-যামিনী

আজি মধু-যামিনী !
জোছনা আকুল,
ঝরিছে বকুল,
তটিনী দোদুল-গামিনী ;
দূরে ডাকে পিক,
ফুলে ঢাকে দিক্‌,
আঁখি অনিমিক কামিনী ;

বহে বায়ু দুলে'
কুসুমে মুকুলে ;
কোথা বাঁশী ভুলে' কাঁদিছে !
স্বপনের ঘোরে
কুসুমের ডোরে
কে যেন গো মোরে বাঁধিছে !

দেহে নাই বল,
কাঁপে ধরাতল,
টল্ টল্ টল্ পরাণে !
নিশাসে নিশাসে
হাসি মরে' আসে,
কে হাসে কে ভাষে—কে জানে !

তরুর ছায়ায়
কায়ায় কায়ায় ;
হিয়ায় হিয়ায় সুদূরে !
ফুল-রেণু মত
সুখ-সাধ কত
ঝরে অবিরত, বধূ রে !

দেহ ভেঙ্গে-চূরে'
দূর মেঘ-পুরে
তারা সম ছুরে বাসনা—
নয়নে নয়নে
প্রেমের কিরণে
বাঁচিয়া জীবনে দু' জনা !

যাই গলে' ভেসে'
আকাশের শেষে—
কোন্ সুর-দেশে থমকি !
তট-ফুলভূমে
আধ-আধ ঘুমে
প্রণয়িনী চুমে চমকি' !

ডুবে' গেছে শশী,
নিথর সরসী,
কূল রসি' রসি' খসিছে !
সরে' গেছে গেহ,
মরে' গেছে দেহ,
সুধু প্রেম-স্নেহ শ্বসিছে !

এত দিয়া নিয়া
পারি না যে, প্রিয়া !
পড়ি মূরছিয়া হরষে !
কর মোহ দূর,—
আদরে মধুর,
সোহাগে বাহুর পরশে !

ছিল

ছিল ভালবাসা মম,
নব যূথিকার সম,
নবীন হৃদয়-স্তরে ক্ষুদ্র আশা-বৃন্ত ধরি' ;
রূপে রসে থর-থর্,
সহে না কথার ভর,
অতি শুভ্র সুকোমল, পরশে পড়িবে ঝরি' !

আকাশে পূর্ণিমা বিধু,
কাঁপে জ্যোৎস্না মৃদু মৃদু,
নীরব নিঝুম নিশি, ঘুমে আলু-থালু ধরা ;
বহে বায়ু দুলি' দুলি',
কাঁপে ধীরে পাতাগুলি—
নয়ন পড়িছে ঢুলি', হৃদয় স্বপনে ভরা !

যেন এ জগতে আর
কিছু নাই দেখিবার,—
জীবন—কবিতা-লীলা, কল্পনার ছায়ালোক!
নাহি ঝড়, নাহি বৃষ্টি,
নাহি দিবা খর-দৃষ্টি,
নাহি গর্ব্ব অভিমান অপমান দুখ শোক।

আধ ঘুমে জাগরণে
কত সুখ গড়ে মনে!
দলে দলে ক্ষরে মধু, ঝরে শিশিরের কণা;
পলে পলে আশে-পাশে
কত স্বর্গ পরকাশে—
বাঁধা কার বাহু-পাশে বিহ্বল সুষুপ্ত জনা!

আসে দিবা—যায় নিশা,
জাগিছে দুরন্ত তৃষা—
হা প্রিয়া, বিদায় দাও, উঠে গ্রামে কোলাহল;
ম্লান শশী অস্ত যায়,
বিহগ প্রভাতী গায়,
তারকা মুদিছে আঁখি, ঝরিছে যূথিকা-দল!

দুর্ব্বহ জীবন

কি দুর্ব্বহ আমার জীবন !

কোথায় যাইতে আমি, কোথায় এসেছি নামি'-

কিছুতে বাঁধিতে নারি মন !

আসিতে আপন দেশে পড়েছি বিদেশে এসে,

মরুভূমে বৃষ্টির মতন !

বৃন্তচ্যুত ফুল-প্রায় ভূমে পড়ে' আছি, হায়,

কত ক্ষণে আসিবে মরণ !

কি দুর্ব্বহ আমার জীবন !

কিছুতে বাঁধিতে নারি মন।
দিন রাত আসে যায়, আসে যায় পায় পায়,
যায়—যায় সাধের যৌবন!
কিছুতে উৎসাহ নাই, কিছু না পাইতে চাই,
আশা যেন অলীক বচন!
যেন শূন্য-গর্ভ মেঘ—নাহি গতি, নাহি বেগ—
দীর্ঘ এক তন্দ্রার মতন
পড়ে' আছি স্তিমিত-নয়ন!

পড়ে' আছি স্তিমিত-নয়ন।
নাহি শোক, নাহি তাপ, নাহি পাপ, পরিতাপ,
নাহি দুঃখ, রোগের তাড়ন;
নাহি অভাবের জ্বালা, সংসারের ঝালা-পালা,
দারিদ্র্যের বৃশ্চিক-দংশন।
সুখের অভাব নাই, তবু সুখ নাহি পাই—
সুখে এ কি অসুখ-দহন!
কি দুর্ব্বহ আমার জীবন!

সুখে এ কি অসুখ-দহন !

জননীর স্নেহরাশি, প্রেয়সীর প্রেম-হাসি,
সুহৃদের রস-আলাপন,
জনকের আশীর্ব্বাদ, কোলে শিশু মায়া-ফাঁদ,
সোদরের ভক্তি-সম্ভাষণ—
তবুও সুখের তরে কেন প্রাণ হা-হা করে ?
কার শাপে হৃদি অচেতন !
সুখে এ কি অসুখ-দহন !

কার শাপে হৃদি অচেতন !
জীবনে নাহিক দীপ্তি, হৃদয়ে নাহিক তৃপ্তি,
কুয়াসায় ঘেরা প্রাণ-মন !
কামনার নাহি স্ফূর্ত্তি, দুঃখের নাহিক মূর্ত্তি,
মর্ম্মে মর্ম্মে তবু জ্বালাতন !
গড়ি' দুঃখ নিজ হাতে, যুঝি যেন তার সাথে—
নিজ মৃত্যু করিতে সাধন !
কি দুর্ব্বহ আমার জীবন !

পলে পলে এ কি এ মরণ !
বদ্ধ তড়াগের মত সহিতেছি অবিরত—
স্রোতোহীন প্রাণান্ত কম্পন !
ধরা ঘুরে' ঘুরে', হায়, হয়েছে কি শ্রান্ত-প্রায়,
নারে দ্রুত ঘুরিতে এখন ?
চঞ্চল সময় কি রে চলে এত ধীরে ধীরে ?
এত দূরে থাকে কি মরণ ?
কি দুর্ব্বহ আমার জীবন !

যায়—যায় সাধের যৌবন।
হাসি কাঁদি গাই বটে—দাগ নাই হৃদি-পটে !
প্রাণে নাই প্রাণের বন্ধন !
যৌবনে পেয়েছি জরা, জীবন্তে হয়েছি মরা,
ধরা যেন কারার মতন !
কি বিষাদে—অবসাদে পড়েছি বিষম ফাঁদে,
ভেঙ্গে' দেয় কে এ দুঃস্বপন !
যায়—যায় সাধের যৌবন।

ভেঙ্গে' দেয় কে এ দুঃস্বপন ?
এ কি রোগ, কোথা মূল ? এ কি জন্মান্তর-ভুল !
এ পাপের নাহি প্রশমন ?
শুষ্ক পত্র ঝটিকায়, স্রোতে কাষ্ঠখণ্ড-প্রায়,
এ জীবন কেন বিড়ম্বন !
কেন হ'য়ে লক্ষ্য-হারা, ছিন্ন-ধূমকেতু পারা,
নিরুদ্দেশে করি পর্য্যটন !
ভেঙ্গে' দেয় কে এ দুঃস্বপন ?

কোথা তুমি জীবন-জীবন !
আত্মদ্রোহী আত্মঘাতী ডাকে—ভূমে জানু পাতি',
কর তারে কৃপা বিতরণ !
বল তারে বল এসে,—কোন্ পথে চলিবে সে,
কি উদ্দেশ্য করিবে সাধন ?
অকারণে দেহ-ভার পারে না বহিতে আর—
সহিতে এ অবস্থা-পীড়ন।
কোথা তুমি জীবন-জীবন !

কোথা তুমি জীবন-জীবন !

দাও, দেব, কর্ম্মে শক্তি; দাও, দেব, লক্ষ্যে ভক্তি;
দাও সুখ-দুঃখ-আবর্ত্তন !
সাধি হে জীবের কর্ম্ম, পালি হে জীবের ধর্ম্ম,
সহি নিত্য উত্থান-পতন !
কর এই আশীর্ব্বাদ,—অবসাদে পেয়ে সাধ
তব সাধ করি সমাপন !
হে চিত্ত-বিহারী নারায়ণ !

হৃদয়-সংগ্রাম

কি ভীষণ চলেছে সংগ্রাম
প্রিয়জন সনে অবিরাম !
পূজ্য বৃদ্ধ পিতা মাতা, স্নেহের পুত্তলী ভ্রাতা,
সহোদরা—বালিকা সুঠাম,
তাহারাও জনে জনে উন্মত্ত এ মহারণে !
হা জীবন, হায় ধরাধাম !

সখা সখী আত্মীয় স্বজন—
তারাও যুঝিছে অনুক্ষণ !
প্রাণাধিকা প্রাণেশ্বরী তারো সনে যুদ্ধ করি,
সে-ও শত্রুসেনা এক জন !
শত তপস্যার ফল এই শিশু সুকোমল,
এ-ও এক যোদ্ধা বিচক্ষণ !

নর-জন্মে এ কি রে দুর্গতি !
এ কি রণ স্বজন-সংহতি !
এ কি অদৃষ্টের ফের—কোথা শেষ এ রণের ?
সন্ধিতে কাহারো নাই মতি !
সবাই সবারে চায় মিশাইতে আপনায়,
দিয়া মায়া, দিয়া স্তুতি-নতি ।

অহো ! এ কি হৃদয়ের রণ—
পরস্পরে করিতে আপন !
সবারি বিভিন্ন গতি, অথচ সবারি মতি
ভাঙ্গিতে এ পার্থক্য-বন্ধন !
দেবে না থাকিতে দেহ আপনে সম্পূর্ণ কেহ,
যাবে না-ও পথিক মতন !

চলিবে, চলিবে অবিশ্রাম—
এ যে মহা মায়ার সংগ্রাম !
সবে যুঝে প্রাণ-পণে জয়ী হ'তে এই রণে,
পরাজয়ে—মরণ-বিরাম ।
পরস্পরে রাশি রাশি হানে অশ্রু, হানে হাসি—
ক্ষত হৃদি, তবু কি আরাম !

জীবন-সংগ্রাম

বিষম জীবিকা-রণ
যুঝে' যুঝে' অনুক্ষণ,
—হা বিধি-লিখন !
ঘুচে' গেল সে মত্ততা,
সে সুখ-কল্পনা-কথা,
সে দূর-স্বপন !

আর সে কৈশোর-স্মৃতি
নাহি ফুটে নিতি নিতি
কবিতা-সুবাসে ;
আর সে যৌবন-রাগে
শত প্রাণ নাহি জাগে
উল্লাসে উচ্ছ্বাসে !

ঘুচে' গেল সে রোদন—
কোকিলের কুহরণ,
তরুর মর্ম্মর ;
ঘুচেছে সে অশ্রুধারা—
ঘাসে ঘাসে কেঁদে সারা
শিশির সুন্দর !

ঘুচেছে সে প্রেম-আশ—
সাগরের পূর্ণোচ্ছ্বাস,
প্রলয়ের দোলা—
হেথা সৃষ্টি ভেসে যায়,
হোথায় না ফিরে' চায়
সতী-হারা ভোলা !

কোথা সে সম্পূর্ণে শূন্য,
প্রতি পাপে মহাপুণ্য,
আনন্দ—আবেগে ;
জগতে জীবনে হেলা,
গ্রহে উপগ্রহে খেলা,
নিদ্রা মেঘে মেঘে !

দেবতার গৃহ সম,
কোথা সে হৃদয় মম
সদা মুক্তদ্বার !
আত্ম-পর নাহি জানে,
ধূপে দীপে ফুলে গানে—
সবে আপনার !

কোথা শত চিত্রে ভরা,
নিত্য-নব আশে গড়া
দূর ভবিষ্যৎ—
ফুল ফুটে, জ্যোৎস্না লুটে,
নূপুর গুঞ্জরি' উঠে
কুঞ্জবন-পথ !

গতদিন স্মরি' মনে,
কেন আর রণাঙ্গনে
আলস্য-লুণ্ঠন !
অনিবার্য্য এ সংগ্রাম—
যুঝি তবে অবিশ্রাম
করি' প্রাণপণ !

আয় রে দারিদ্র্য, দুঃখ,
নিরন্ন উলঙ্গ রুক্ষ—
নিত্য অপমান !
দূরে যাক্ মানবতা—
কল্পনা-কবিত্ব-কথা,
লজ্জা, অভিমান !

কোথা তুমি

কোথা তুমি—কোথা তুমি—হে দেব মহান্,
চাও একবার !
কার্য্য হ'তে কত দূরে—কারণের কোন্ পুরে
বিরাজিছ হে যোগীন্দ্র যোগে আপনার ?

হে জগদতীত দেব, কর, রক্ষা কর
তোমার জগতে !
কি জন্য গড়িলে ধরা করি' হেন মনোহরা ?
সেই শুভ বসুন্ধরা ছুটে যে বিপথে !

তোমারি নিয়ম—ল'য়ে সেই কঠোরতা,
সেই ভীম বল—
তোমারি নিয়ম 'পরে এ কি অত্যাচার করে–
ধর্ম্মাধর্ম্ম ফলাফল দিয়া রসাতল !

এই অনাদৃত সৃষ্টি, হে নির্ম্মম স্রষ্টা,
কাঁদে উভরায় !
ইচ্ছাহীন—লক্ষ্যহীন এ সৃষ্টিতে কোন দিন
যদি কোন ইচ্ছা থাকে, হয়েছে বৃথায় !

তোমারি প্রদত্ত জ্ঞান—হের, জ্ঞানময়,
লুপ্ত অহঙ্কারে !
ভক্তি বাচালতাময়, সুখ-শান্তি স্বার্থে লয়,
স্নেহ-প্রীতি মৃত-প্রায় অবিশ্বাস-ভারে !

রহিলে সৃষ্টির দূরে এ সৃজন-লীলা
চলিবে না আর !
যা হবার গেছে হ'য়ে, থাক এবে সৃষ্টি ল'য়ে,
জীব যথা আছে ল'য়ে জীবন তাহার।

এস, এ জগৎ-মাঝে সুখ-দুঃখময়
ক্ষুদ্র বাসনায় !
নিত্য অনুমানি'—মানি' বুঝিতে পারে না প্রাণী,
সুখ-দুঃখ-মোহাতীত চৈতন্য তোমায় !

জগতের দুঃখ, নাথ, যত তুচ্ছ ভাব,
তত তুচ্ছ নয় !
কে জানে প্রলয়ে কবে এ বিশ্ব বিলীন হবে-
সহিতেছি নিত্য ভবে সে দূর-প্রলয় !

অসহ্য এ ভাগ্য, বিধি, সংহর—সংহর,
হোক্ যার ক্রিয়া !
প্রলয়ের ধ্বংস-স্তূপে গড়িতেছ নব রূপে—
জুড়াও—জুড়াও, দেব, শত-ভাঙ্গা হিয়া !

পারি না বহিতে আর দুঃখের পসরা,
সুপ্রসন্ন হও !
জীবনে আশ্বাস দিয়া, মরণে বিশ্বাস দিয়া,
যেমন গড়িয়াছিলে, পুনঃ গড়ে' লও !

শেষ

প্রিয়ে,

পড়িবে সন্ধ্যার ছায়া ধীরে
যবে তব প্রাসাদ-শিখরে,
পায়ে পায়ে উপবন-শোভা
লুকাইবে আঁধার-ভিতরে ;
হেম-জালায়ন-পাশে বসে' বসে' ক্লান্ত হ'য়ে
উঠিবে যখন,—
দূরে জন-কোলাহল, ধারাযন্ত্রে ঝর-ঝর্,
তরু-শিরে পিকধ্বনি, পত্রের নর্ত্তন
ক্রমে ধীরে থামিবে যখন—
আঁধারের সমভূমি পানে
একবার ফিরায়ো নয়ন !

হয় ত একটী শ্বাস—এক বিন্দু অশ্রু তব
ঝরিলে ঝরিতে পারে—কেঁপে উঠে মন—
ভেবে' কারো আঁধার জীবন !

ফুলে বায়ু চুম্বি' বার বার,
কোন্ জনমের কথা, কোন্ স্বদেশের কথা
কহিলে কহিতে পারে আসি'—
দুলাইয়া অলক তোমার !
যাইতে প্রমোদ-গৃহে, মুছি' অশ্রু ক্ষৌম-বাসে,
আকাশের পানে, সখী, চেয়ো একবার—
হয় ত সহস্র তারা, দুটীতে দুটীতে মিলে'
দেখালে দেখাতে পারে শৈশব কাহার !
পড়িলে পড়িতে পারে মনে,—
কারো গান, কারো কথা, কারো সুখ দুঃখ ব্যথা—
কোলে নিয়ে বাজাতে সেতার !
যাক্ স্মৃতি, কাজ নাই আর।

২

হবে নিশা গভীরা যখন,
দাসী সখী ঘুমে অচেতন ;

আলসে শরীরখানি শয়নে পড়িবে ঢলে',
আলসে আসিবে ধীরে মুদিয়া নয়ন ;
একে একে প্রাসাদের সহস্র তড়িৎ-শিখা
যাইবে নিবিয়া ;
অলক্ষ্যে নীরবে জাগরণ
যাবে সুখ-তন্দ্রায় ডুবিয়া,—
সে সময়ে যদি, সখী, আসে স্বপনের ছলে
একটী অস্ফুট জাগরণ,—
একটী সরসী-তীরে, বহে বায়ু ধীরে ধীরে,
হাতে-হাতে ভ্রমে হেসে শিশু দুই জন ;
একে বাজাইছে বাঁশী, অন্যে তুলে ফুলরাশি,
ঘুরে'-ফিরে' হাতে হাত, নয়নে নয়ন—
যাক্ যাক্, সত্য কভু নহেক স্বপন।

যৌবনে বুঝি নি যাহা, শৈশবে তা বুঝেছিনু—
হয় না প্রত্যয় !
হৃদয়ে কি নাহি সে হৃদয় !
যা ছিল সকলি আছে, স্বপন টুটিয়া গেছে—
আমি বুঝি আত্মহারা, সই,
যা নয়—তা ভেবে' ভেবে'—যা নই, তা হই !

৩

যাক্ স্মৃতি, যাক্ স্বপ্ন-কথা—
তুমি নব-পুষ্পময়ী লতা।
তোমার সুখের তরে কত লোকে কি না করে-
সেধে' সেধে' সহে শত ব্যথা !
তোমার সুখের লাগি', শত শত নিশি জাগি'
কিছু যদি আনি,—
ফুলের সুগন্ধ মত, নদীর তরঙ্গ মত,
আদরে কি ধরিবে না বুকে—
তুমি শোভা-রাণী ?
প্রত্যহ প্রভাতে উপবন
ফুলরাশি দেয় উপহার ;
বায়ু দেয় পরিমল-ভার ;
মধ্যাহ্নে নিকুঞ্জ দেয় ছায়া,
সন্ধ্যায় জলদ কত মায়া ;—
আমি আঁধারের তরে দিলাম এ ক্ষুদ্র দীপ—
দীন-উপহার।
গাঢ় ধূম, ক্ষীণ শিখা, কত-না অস্পষ্ট লিখা,
কত ছত্র অর্থ-হীন, ব্যর্থ হাহাকার !
তবু, সখী, দেখো একবার !

প্রভাতে মধ্যাহ্নে সাঁঝে স্থখে কিংবা দুঃখে যাহা
দেখ নাই—পারি নি দেখাতে,
হয় ত অলক্ষ্যে তাহা আলোকে আঁধারে মিশে',
ফুটিলে ফুটিতে পারে কোন বর্ষা-রাতে !
ক্ষণ তরে জীবন চঞ্চল,
ক্ষণ তরে শূন্য ধরাতল—
হয় ত সরিতে পারে সেই রেখা-পাতে !
তার পর—অদৃষ্ট আমার !
নিন্দা করো', ঘৃণা করো', ক্রুদ্ধ বা বিরক্ত হ'য়ো,
যা ইচ্ছা তোমার !
কিন্তু, সখী, আবার—আবার—
এই নিন্দা ঘৃণা যেন সম্মুখে ভেঙ্গো না কারো,
পূজারে ভেবো না খেলা করি' অবিচার !
শুনিয়া এ মর্ম্মব্যথা বলি' সবে উপকথা—
করো না প্রাণান্ত অত্যাচার !
প্রাণাধিকা, শপথ আমার !

সমাপ্ত

অক্ষয়-গীতিকাব্য

১। ভুল (দ্বিতীয় সংস্করণ, আমূল পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত) যন্ত্রস্থ

সাহিত্য-মহারথ শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় বলেন ;—

"এই কবিতাবলিতে কেমন একটী অর্দ্ধশ্রান্ত, অর্দ্ধনিদ্রিত স্বপ্নাবেশময় ভাব আছে, তাহা বড়ই হৃদয়গ্রাহী।" পঞ্চায়াৎ ৫ই আশ্বিন, ১২৯৫ সাল।

২। কনকাঞ্জলি (দ্বিতীয় সংস্করণ) ১৷০

ইহাতে ৫২টী প্রেম-কবিতা আছে। ৬০ পাউণ্ড মসৃণ কাগজে সুন্দর ছাপা ; সুচারু বাঁধাই। প্রিয়জনদিগকে উপহার দিবাব যোগ্য।

"স্বভাব-শোভাব ক্ষুদ্র দৃশ্যপট হইতে, মানব-মনের নিগূঢ় সুষমা ও সৃষ্টির প্রত্যক্ষ ও অলক্ষ্য সৌন্দয্য পর্য্যন্ত তিনি কত সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে ও অনুরাগভরে নিরীক্ষণ করেন, তাহা অক্ষয়কুমারের কবিতার ছত্রে ছত্রে,—তাঁহার বাক্যচিত্রের প্রত্যেক রেখাপাতে সুপ্রকাশ। তিনি সুন্দরকে প্রেমেব চক্ষে দেখেন। তিনি প্রেমের কবি এবং তাঁহার প্রেমের গান নির্ম্মল ও উদার। সে গানে কামগন্ধ নাই। অক্ষয়কুমারের প্রেম-বিষয়িণী কবিতার বিশেষত্ব উচ্ছ্বাস নহে, ভাবুকতা। অক্ষয়কুমার প্রেমিকের সুখ দুঃখ ও মিলন বিরহের কথা মানব-মনের অন্তস্তল আলোড়ন বিলোড়ন করিয়া আলোচনা করিয়াছেন। সে প্রেমের গানে অন্ধ প্রেমিকের উন্মাদ কল্পনা অপেক্ষা মানব-চরিত্রে গভীর অভিজ্ঞতার ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ-ক্ষমতারই অধিক পরিচয় পাওয়া যায়।" সাহিত্য, শ্রাবণ, ১৩১৭ সাল।

৩। প্রদীপ (তৃতীয় সংস্করণ) ৸০

আমূল সংশোধিত এবং তিনটী নূতন কবিতা সন্নিবেশিত হইয়াছে।

বঙ্গবাসী-সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিহারিলাল সরকার মহাশয় বলেন ;—

"প্রকৃতির স্থূল দেহ ভেদ করিয়া তদীয় অন্তরাত্মাবিকাসের নিয়তই চেষ্টা যদি কবির হয়, তাহা হইলে বলিব, অক্ষয় বাবু কবি। যে জীবনীশক্তিতে এবং কারণবশে প্রকৃতির

স্থিতি, তাহার অন্বেষণই যদি কবির কার্য্য হয়, তাহা হইলে বলিব, অক্ষয় বাবু কবি। প্রদীপ বঙ্গ-সাহিত্যে গীতি-কাব্যের উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া রহিল। প্রদীপ বঙ্গ-সাহিত্যের এক দিক্ উজ্জ্বল করিয়া, চির-প্রজ্জ্বলিত থাকিবে।" জন্মভূমি মাঘ, ১৩০০।

৪। শঙ্খ (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৸০

"বর্ত্তমান সময়ের বঙ্গীয় কবিগণের মধ্যে বড়াল কবির আসন অতি উচ্চে অবস্থিত। কল্পনায় সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি ও সৃষ্ট সৌন্দর্য্য মানবের মর্ম্মস্পর্শী করা যদি কবির কার্য্য হয়, তাহা হইলে বর্ত্তমান সময়ে বড়াল কবির সমকক্ষ কেহ নাই, এ কথা নিরপেক্ষ সমালোচক-মাত্রই স্বীকার করিবেন। বড়াল কবির বিশেষত্ব এই যে, তিনি কান্ত পদাবলিযোগে, কল্পনার অপূর্ব্বরাগে যে সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করেন, তাহা নূতন হইলেও মনে হয়, যেন তাহা বাস্তবের সহিত ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত ছিল—কবির অঙ্গুলিসঙ্কেতে তাহা যেন পাঠকের সম্মুখে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাঁহার কল্পনা উচ্চাধিরোহিণী হইলেও উদ্দাম নহে, বাস্তবকে দূরে ফেলিয়া তাহা এক অস্বাভাবিক, নশ্বর সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করে না। ইঁহার কবিতা কেবল ছন্দে গ্রথিত শব্দমাত্র-সম্বল রচনা নহে, উদ্দেশ্যহীন অসার বাক্যের ঝঙ্কার নহে, পরন্তু ইঁহার প্রতি কথা হইতে যেন অমৃতের নির্ঝর ঝরঝর বহিতে থাকে; প্রতি বাক্য যেন উদ্দেশ্যকে স্ফুটতর করিয়া তুলে, প্রতি পদ যেন হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত তৃপ্তির সঞ্চার করিয়া দেয়।" বসুমতী, ১৩ই ফাল্গুন, ১৩১৭ সাল।

৫। এষা (নব প্রকাশিত) ... ... ১৲

সাহিত্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার বলেন;—

"অক্ষয়কুমার অনেক দিন হইতেই কবি—কিন্তু এবার তাঁহার কবিত্ব বুক চিরিয়া বাহির হইয়াছে, খোদার কাছে তাঁহার আরজ পৌঁছিয়াছে। কবিত্বের গুণে আমাদের মনে হয়, যেন আমরা হিন্দুর শ্রাদ্ধাদির আধ্যাত্মিকভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে থাকি। যেন হিন্দুয়ানীর বার আনা বুঝিতে পারি। বলিহারি কবির কল্পনা—আর ধন্য কবির বিশ্বাস! এই বিশ্বাস পাষণ্ডীকেও বিশ্বাসী করিয়া তুলে।" সাহিত্য, কার্ত্তিক, ১৩১৯ সাল।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
২০১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।